dailyobserver
Second Edition
We stand for people's rights
www.observerbd.com
Date:20-06-2016 Page 17, Col 6-8 Size: 27 Col*Inc

## KAMAL CONFIDENT OF 7.2 PC GDP GROWTH IN FY17

# Thrust on more investment to achieve target

**Staff Correspondent**

Planning Minister A H M Mustafa Kamal is confident that the country will able to achieve 7.2 per cent GDP growth in next fiscal as the proposed national budget for fiscal year (FY) 2016-17 estimated.

He was speaking as the chief guest at a dialogue to analyse the proposed budget for the FY at a city hotel organised by the Centre for Policy Dialogue (CPD) on Sunday.

Speakers at the dialogue suggested the government to address more the issues of enhancing investment to achieve the higher GDP (Gross Domestic Product) growth.

They observed that the government should entirely dedicate to implement efficiently the infrastructure projects to achieve higher investment, growth and employment.

Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith on June 2 unveiled the national budget of Taka 3,40,605 crore for fiscal 2016-17, where revenue collection has been set at Taka 2,42,742 crore in which the NBR would contribute Taka 2,03,152 crore.

CPD Executive Director Professor Mustafizur Rahman made a keynote presentation on the proposed budget in which he suggested the government to bring more transparency in budget formulation, implementation and assessment procedures.

CPD advocated for expediting the transparency agendas such as public expenditure review commission, formulate appropriate follow-up mechanisms for monitoring government tax incentives, disclose financial accounts of state own enterprises, establish transparency in government's assets acquisition, formulate an appropriate foreign aid policy and separate and integrated budget for local government.

The private think-tank body has also given five recommendation like promote greater involvement of parliamentary standing committees, detailed work plan, revised budget for FY17 at an early stage, quarterly reporting on budget implementation and result based monitoring for improving budget utilization performance.

Planning Minister A H M Mustafa Kamal said: "We are in right track, we are moving forward . . . so we will achieve 7.2 percent growth in next year that has been projected."

The country has achieved remarkable progress in all the macro-economic indicators growth, remittance, export, investment and employment generation which are giving clear indication that the projected growth is achievable, he added.

Kamal said Bangladesh will become developed country within 2041 as many economic growth indicators of it are better than many other countries like Indonesia, Vietnam and Sri Lanka.

Replying to the remarks of BNP leaders Amir Khasru Mahmud Chowdhury about the low rate of private sector investment, State Minister for Finance and Planning M A Mannan said public sector investment is key component of accelerating the private sector investment.

"Private investors come forward to invest by reviewing the infrastructure development like roads and sea ports. We are working for infrastructure development," he added.

Dr Muhammad Abdur Razzaque, MP, Chairman, Parliamentary Standing Committee on Finance Ministry said the government will have to address some challenges including growth, development and establishing an equitable society.

BNP leader Amir Khasru Mahmud Chowdhury said private investment is the key component of the growth and for that proper implementation of good governance, rule of law and human rights are needed.

Chaired by M Syeduzzaman, Member of CPD Board of Trustees, economists, academicians, bureaucrats, businessmen, politicians and representatives of stakeholders took part in the dialogue.

The
Financial Express
Date: 20-06-2016 Page 17, Col 5-8 Size:20 Col*Inc

**Former finance minister M Syeduzzaman speaking at the CPD budget dialogue held Sunday in the city**

*Story on page-1*

**— FE Photo**

daily sun
TRUE & IMPARTIAL
Date:20-06-2016 Page:17, Col:3-5 Size:15 Col*Inc

# CPD for more transparency in budget formulation, execution

STAFF CORRESPONDENT

The Centre for Policy Dialogue (CPD) has called for bringing more transparency in budget formulation, implementation and assessment process for better utilisation of resources.

Identifying major challenges of implementing the new budget, CPD, an independent private think tank stressed on formulating a full-fledged action plan for improved implementation of the FY17 national budget.

They suggested for ensuring more active role of parliamentary standing committees in the budget preparation process, publishing quarterly assessment reports on budget implementation and introducing a result-oriented monitoring system.

CPD's suggestions came at a dialogue that the think tank held in a city hotel on Sunday to provide an elaborate analysis of the FY2017 national budget that was placed in the parliament on June 2.

Former NBR chairman Md Abdul Majid said the implementing agencies, especially the National Board of Revenue (NBR) should be kept away from policy making.

He also opined that there should be more discussions in the parliament on supplementary budget which is usually get passed immediately after the budget proposal.

Chief economist of the Bangladesh Bank Biru Paksha Paul suggested for lowering borrowing target from the non-bank sector in the budget.

There should be a ceiling for foreign borrowing by the private sector as local banking sector has excess liquidity and interest rates are now on the decline, CEO of Meghna Bank Nurul Amin added.

Given its current pace of economic progress, Bangladesh should have posted a double-digit growth, commented former commerce minister Amir Khasru Mahmud Chowdhury.

"Investment in the country has become tough and whatever public investment taking place is being misused," he said, adding that investment scenario won't improve, if human rights and life safety situation does not get better.

Pointing to irregularities in public investment, he feared that the construction cost of Padma bridge might go up to $9 billion from the current estimate of $3 billion.

He gave example that Bangladesh is spending Tk 55 crore on construction of per-kilometer four-lane road, whereas Chine spends Tk 13 crore and India Tk 11 crore for the save job.

আলোকিত বাংলাদেশ
The Daily Alokito Bangladesh

Date: 20-06-2016 Page 07, Col 1-4 Size: 24 Col*Inc

# বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি বড় চ্যালেঞ্জ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

সামষ্টিক অর্থনীতির বেশ কয়েকটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আগামী অর্থবছর অন্যান্য সূচকের সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে বলে মনে করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। যদিও ব্যক্তি বিনিয়োগকে বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক। আর সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী প্রশ্ন তুলছেন বিনিয়োগের মান নিয়ে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বাজেট ডায়ালগে বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রীরা বিনিয়োগ নিয়ে এমন মতামত প্রকাশ করেন।

রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এ সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সংলাপে পরিকল্পামন্ত্রী ছিলেন প্রধান অতিথি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। সংলাপে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সংসদীয় কমিটিকে আরও সম্পৃক্ত করা, প্রতি প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়নে তদারকিসহ ফলভিত্তিক বাজেট মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলনের আহ্বান জানিয়েছে সিপিডি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, আগে বাজেট উচ্চাভিলাষী, বড় ইত্যাদি বলে সিডিপি ব্যাপক সমালোচনা করতো। এখন সিপিডির সমালোচনা কমেছে। কিছু ক্ষেত্রে এখন সরকারকে প্রশংসাও করছে সিপিডি। তিনি বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশ যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে ডাবল ডিজিটে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা উচিত ছিল। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ করা কঠিন হয়ে গেছে। অন্যদিকে সরকারি বিনিয়োগও সঠিকভাবে হচ্ছে না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মাসেতু প্রকল্প থেকে বিশ্বব্যাংক চলে গেল। এখন ৩ বিলিয়ন ডলারের পদ্মা সেতু হয়তো ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে। যেখানে চার লেনের সড়ক বানাতে চীনে কিলোমিটারপ্রতি ১৩ কোটি আর ভারতে ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয় সেখানে বাংলাদেশে ব্যয় হয় ৫৫ কোটি টাকা। এ ধরনের উন্নয়ন দিয়ে দেশ

অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু লাভবান হবে সে প্রশ্ন করেন তিনি। আমীর খসরুর বক্তব্যের বিষয়ে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিএনপি কোনো দলই না। তারা বিরোধী দলে নেই। সরকারি কাজে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি বলেন, যেহেতু দেশে জ্বালানি, বন্দর নির্মাণসহ মেগা প্রকল্পে বেসরকারি খাত বিনিয়োগ করে না, তাই সরকার এসব খাতে বিনিয়োগ করে। আর চীনে জমির মালিক সরকার হওয়ার কারণে সেখানে প্রকল্প ব্যয়ও অনেক কম।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগ বাড়ানো এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের বিষয়ে তিনি বলেন, শুধু আমাদের মাঝেই নয়, উন্নয়ন সহযোগীদের মাঝেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত চার লেনে উন্নীত করার প্রকল্পে সম্মতি দিতে এডিবি সময় নিয়েছে ৭ বছর। একইভাবে বিশ্বব্যাংকও প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব করার অভিযোগ করেন তিনি।

গণস্বাস্থ্য নগর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ অভিযোগ করে বলেন, ব্যবসায়ীরা ভুল তথ্য দিয়ে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তারাই অর্থ পাচার করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিমকোর্টের জন্য বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান তিনি।

বিজিএমইএর সহ-সভাপতি ফারুখ হোসেন বলেন, সরকার প্রতি বছরই কর কাঠামোতে পরিবর্তন করছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের মাঝে ভুল বার্তা যাচ্ছে। উৎসে আয়কর বৃদ্ধির প্রস্তাবের সমালোচনা করে তিনি বলেন, সরকার চাচ্ছে রফতানি খাত হতে রাজস্ব আদায় দ্বিগুণ করতে কিন্তু সরকারকেও এটি ভাবতে হবে যে, তৈরি পোশাক খাত হতে সবচেয়ে বেশি রফতানি আয় হচ্ছে। এ সেক্টরে লাখ লাখ নারী কাজ করছেন, বিপুল কর্মসংস্থান রয়েছে এ খাতে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল বলেন, ব্যাংকবহির্ভূত খাত হতে সরকার যে ঋণ করছে তার প্রভাব ব্যাংকিং খাতের উপরেও এসে পড়ছে। এসব খাত হতে বাজেটে ঋণ নেয়ার হার কমাতে হবে। মেঘনা ব্যাংকের সিইও নুরুল আমীন বলেন, বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণ গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া প্রয়োজন। কারণ দেশের ব্যাংকগুলোতেই উদ্বৃত্ত তারল্য রয়েছে। সুদের হারও কমে এসেছে।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ আবদুল মজিদ বলেন, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা দুটি পৃথক করতে হবে। বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ে এনবিআরের জন্য এটি জরুরি। বাজেট প্রস্তাবের পরপরই সম্পূরক বাজেট পাস করা হয়। এটি নিয়ে জাতীয় সংসদে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

আমাদের অর্থনীতি
Date:20-06-2016 Page 01, Col 01 Size:7.5 Col*Inc

# প্রবৃদ্ধি অর্জনই প্রস্তাবিত বাজেটের মূল লক্ষ্য : পরিকল্পনামন্ত্রী

**জাফর আহমদ :** মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনই প্রস্তাবিত বাজেটের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল। গতকাল রোববার রাজধানীর লেকশোর হোটেলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক বাজেট সংলাপে তিনি একথা বলেন। সাবেক এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ১

## প্রবৃদ্ধি অর্জনই প্রস্তাবিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটের মূল বিষয় হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাজেটে ৭ দশমিক ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শেষে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৫ হবে। বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বড় হলেও তা অর্জন করা সম্ভব উল্লেখ করে মোস্তফা কামাল বলেন, গত ৫ বছরে রাজস্ব আদায়ে ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে। তাই এবারের বাজেটেও রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে। সম্পাদনা : সুমন ইসলাম

আমাদের সময়
Date:20-06-2016 Page 12,Col 4-5 Size: 23 col*inc

সিপিডির সংলাপ

# বাজেট বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ দুর্নীতি ও সংস্কারের অভাব

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সামষ্টিক অর্থনীতির কয়েকটি সূচকের শক্তিশালী অবস্থানের সময় বড় আকারের বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। কিন্তু আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যপূরণ নিয়ে শুরুতেই সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। বড় বাজেটের আয়ের জোগান দিতে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা ও নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অভাব চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

রাজধানীর গুলশানে আয়োজিত এ সংলাপে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মজিদ, গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরুপাক্ষ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এতে প্রস্তাবিত বাজেটের নানা দিক ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান। আবদুর রাজ্জাক বলেন, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ ভালো সাফল্য দেখিয়েছে। বড় অর্থনীতির এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৬

## বাজেট বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ দুর্নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দেশে এবার বড় বাজেট দেওয়া হয়েছে। এই বাজেটের বড় দিক হচ্ছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২ শতাংশ অর্জন। এর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ বাড়ানো। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য গ্যাস-বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত সমস্যা দূর করতে হবে। কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। জনসংখ্যা, স্বল্প জমি, জলবায়ুর পরিবর্তন, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে।

তিনি বলেন, তবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সরকার বাজেট পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্যাস আমদানির চেষ্টা করা হচ্ছে। কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করতে ই-টেন্ডারিংসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে বাজেট ও অর্থনীতিতে কোনো চ্যালেঞ্জ দেখেন না পরিকল্পনামন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল। তিনি বলেন, সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। বাস্তবায়নের হার ও দক্ষতা বেড়েছে। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রেমিট্যান্স, কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট সুবিধা পাচ্ছি। জিডিপিতে ঋণের অনুপাত বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় কম। তিনি বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির গতিধারা অবিশ্বাস্য গতিতে উঁচুতে উঠছে। ঠিক জায়গায় বাংলাদেশ চলছে। লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্য মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের কথা শুনে মনে হচ্ছে ২০৪১ সালের আগে দেশে কোনো নির্বাচন হবে না, এটি উনি নিশ্চিত। ভোট হয়তো হবে, তবে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে না। আমি জনগণের ভোট দেওয়ার কথা বলছি। প্রস্তাবিত বাজেটে নির্বাচন কমিশনের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে ২০০ কোটি টাকা রাখার সমালোচনা করেছেন অনেকে। কিন্তু আমি মনে করি নির্বাচন কমিশনের জন্য কোনো বরাদ্দ রাখার দরকার নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত করা উচিত। এতে বাজেটের খরচ বাঁচবে।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে কর বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু জনগণ বা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। এটি কোনো সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব নয়।

সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, দেশে গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নয়নকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। তাহলে তো মানবাধিকার, আইনের শাসন, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। সুশাসন গণতন্ত্র নিশ্চিত না হলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়বে না। কাঙ্ক্ষিত জিডিপির প্রবৃদ্ধিও অর্জিত হবে না। অন্যদিকে উন্নয়নের নামে সম্পদের অপচয় হচ্ছে। চিনে চার লেনের প্রতি কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে ১৩ কোটি ডলার ও ভারতে ১১ কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে, আর বাংলাদেশে ব্যয় হচ্ছে ৫৪ কোটি ডলার। দুর্নীতির অভিযোগ পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন থেকে সরে গেছে বিশ্বব্যাংক। এখন এই সেতুতে ৩০০ কোটি ডলারের জায়গায় ব্যয় হচ্ছে ৯০০ কোটি ডলার। উন্নয়নের নামে এই অতিরিক্ত খরচ অপচয়। এ ছাড়া প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এমএ মান্নান বলেন, সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে। গত ৪ বছর ধরে তারা অনেক কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু জনগণ রাস্তায় নামেনি। আমরা জনগণের ঘরের চাল ঘরের দরজা ঠিক করে যাচ্ছি আরও করব। তিনি বলেন, অন্যান্য দেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের খরচ কম কারণ ওই সব দেশে জমির মালিক সরকার। তাদের জমি কিনতে কোনো ব্যয় হয় না। কিন্তু আমাদের জমির মূল্য অনেক বেশি। আমরা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছি। এটি অর্জন করা সম্ভব। এনবিআরকে সেইভাবে লোকবল দেওয়া হচ্ছে ও সংস্কার করা হচ্ছে। আমলাতন্ত্রে জড়তা ও স্থিরতা আছে। প্রকল্প পরিচালকরা পদে থাকার জন্য সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন না। সর্বক্ষেত্রে সুশাসন নাই। এসব বিষয়ে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রধান নির্বাহীর অনুশাসনে বিরাট পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। সাইদুজ্জামান বলেন, পুলিশ, আদালতের পেশকার ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। অতিরিক্ত তারল্য রয়েছে, আমানতের সুদ হার মূল্যস্ফীতির চেয়েও কম। ব্যাংকিং খাতে রাজনীতি ও মালিকদের হস্তক্ষেপে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। এই সব খাতে সংস্কার করতে হবে। বর্তমানে মূল্যস্ফীতি ও মোট ঋণ অনেক কম। বাজেটের লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ এখনই নেওয়া যেতে পারে। কৃষি উন্নয়নে গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষার উন্নয়ন দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

মেঘনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ নুরুল আমিন বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই কিন্তু অনিশ্চয়তা রয়েছে। এর জন্য ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ছে না। ফলে ঋণের চাহিদা না থাকায় ব্যাংকে অলস তারল্য পড়ে আছে। সরকারও ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে না।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাজেট প্রণয়নের সময় সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু ভালো সূচকের পাশাপাশি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেগুলো হলো ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কম, কর্মসংস্থান সৃষ্টির কমেছে, বাস্তবায়ন না হওয়া বাজেটের বিশ্বাস্যযোগ্য হারানো, রাজস্ব আয়ে ঘাটতি, এডিপি বাস্তবায়ন কম ও আর্থিক খাতে সুশাসনের অভাব। প্রতি বছরের মূল বাজেট কাটসাট করে কমানো হচ্ছে। আয়-ব্যয়ের দক্ষতা না থাকায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পার্থক্য প্রতি বছরই বাড়ছে। তিনি বলেন, বাজেট প্রণয়ন বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আনতে সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন, সরকারের প্রণোদনা ও ভর্তকি পর্যবেক্ষণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় প্রকাশ, সরকারের সম্পদ অর্জনে স্বচ্ছতা, বেসরকারি সহায়তা ব্যবহার নীতি, স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্তকরণ এবং সরকারি ব্যয়ে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

www.dailyasianage.com
THE ASIAN AGE
CITY EDITION
Date: 20-06-2016 Page: 11, Col 1-4 Size: 42 Col*Inc

**Planning Minister A H M Mustafa Kamal, CPD Executive Director Professor Mustafizur Rahman, BNP leader Amir Khasru Mahmud Chowdhury, Dr Muhammad Abdur Razzaque, MP, among others, participating in the CPD budget dialogue 2016 on Sunday.**

# More investment needed to achieve GDP growth

## Speakers says at a dialogue on proposed budget

**Staff Correspondent**

Speakers at a dialogue on the proposed national budget for 2016-17 (FY17) on Sunday suggested the government to address more the issues of enhancing investment to achieve the higher GDP (Gross Domestic Product) growth.

They observed that the government should entirely dedicate to implement efficiently the infrastructure projects to achieve higher investment, growth and employment.

Centre for Policy Dialogue (CPD) organized the dialogue in a city hotel to analyze the proposed budget for FY17.

Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith on June 2 unveiled the national budget of Taka 3,40,605 crore for fiscal 2016-17, where revenue collection has been set at Taka 2,42,742 crore in which the NBR would contribute Taka 2,03,152 crore. CPD Executive Director Professor Mustafizur Rahman made a keynote presentation on the proposed budget in which he suggested the government to bring more transparency in budget formulation, implementation and assessment procedures. CPD advocated for expediting the transparency agendas such as public expenditure review commission, formulate appropriate follow-up mechanisms for monitoring government tax incentives, disclose financial accounts of state own enterprises, establish transparency in government's assets acquisition, formulate an appropriate foreign aid policy and separate and integrated budget for local government.

The private think-tank body has also given five recommendation like promote greater involvement of parliamentary standing committees, detailed work plan, revised budget for FY17 at an early stage, quarterly reporting on budget implementation and result based monitoring for improving budget utilization performance.

Speaking on the occasion as the chief guest, Planning Minister A H M Mustafa Kamal said the country will able to achieve 7.2 percent GDP growth in next fiscal which has been proposed in the national budget FY17.

"We are in right track, we are moving forward . . . so we will achieve 7.2 percent growth in next year that has been projected," he said. The country has achieved remarkable progress in all the macro-economic indicators growth, remittance, export, investment and employment generation which are giving clear indication that the projected growth is achievable, he added. Kamal said Bangladesh will become developed country within 2041 as many economic growth indicators of it are better than many other countries like Indonesia, Vietnam and Sri Lanka.

Replying to the remarks of BNP leaders Amir Khasru Mahmud Chowdhury about the low rate of private sector investment, State Minister for Finance and Planning M A Mannan said public sector investment is key component of accelerating the private sector investment.

"Private investors come forward to invest by reviewing the infrastructure development like roads and sea ports. We are working for infrastructure development," he added. Dr Muhammad Abdur Razzaque, MP, Chairman, Parliamentary Standing Committee on Finance Ministry said the government will have to address some challenges including growth, development and establishing an equitable society.

BNP leader Amir Khasru Mahmud Chowdhury said private investment is the key component of the growth and for that proper implementation of good governance, rule of law and human rights are needed.

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
Date:20-06-2016 Page 12, Col 03 Size: 18*Inc

# বাজেটের আকার সমস্যা নয়, বাস্তবায়নই বড় কথা : সিপিডি

নিজস্ব প্রতিবেদক

নতুন ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের আকার কোনো সমস্যা নয়, বরং বাজেট বাস্তবায়নই বড় কথা বলে মনে করে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডি'। দেশের রপ্তানি খাত, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, খাদপণ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ও তেলের মূল্য বাজেট জোনে (সহায়ক অবস্থানে) আছে উল্লেখ করে সিপিডি বলেছে, বাজেট বাস্তবায়নে করফাঁকি উদঘাটন ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## বাজেটের আকার

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] এনফোর্সমেন্ট দরকার বলেও মনে করে সিপিডি। গতকাল গুলশানের লেকশোর হোটেলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডি' আয়োজিত 'সিপিডি বাজেট সংলাপ-২০১৬ : জাতীয় বাজেট ২০১৫-১৬ বিশ্লেষণ' শীর্ষক সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করে এসব কথা বলেন সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান। সিপিডি ট্রাস্টি ও সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক এবং সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিডি'র বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশন—এফবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফর উল্লাহ চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড—এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ড. আবদুল মজিদ, সাবেক বাণিজ্য সচিব সোয়েব আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি—বিজিএমইএ সহসভাপতি ফারুক হাসান প্রমুখ। এ ছাড়াও বাজেট নিয়ে মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট নাগরিকরা।

ওই সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে দেশ অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যা কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলানো যাবে না। একই সঙ্গে দেশে বিনিয়োগ বাড়ছে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধিত বাংলাদেশের অগ্রগতি অসাধারণ।

মন্ত্রী বলেন, আমরা ঠিক জায়গায় আছি, আমাদের প্রত্যাশিত স্বপ্ন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে পৌঁছাবে বাংলাদেশ। এবারের বাজেটের মূল বিষয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাজেটে ৭ দশমিক ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বড় হলেও অর্জন সম্ভব উল্লেখ করে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, গত কয়েক বছর ধরে রাজস্ব আদায়ে ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তাই এবারও বাজেটে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, যারা অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগের কথা বলছেন, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ অর্থনীতির বেশিরভাগ সূচক হয় স্থিতিশীল, না সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সিপিডির সমালোচনা করে তিনি বলেন, সংগঠনটি বিপরীতমুখী কথা বলছে। একবার তারা বলছে, জিডিপির তুলনায় রাজস্ব আদায় কম। আবার রাজস্ব আদায়ের জন্য ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করতে চাইলে তারা এর বিরোধিতা করছে। এ অবস্থায় সরকার কীভাবে রাজস্ব আদায় বাড়াবে। তিনি বলেন, ভ্যাট আইন তৈরির সময় সবার অংশগ্রহণ ছিল। সিপিডিসহ সবাই বলছে, এটি অত্যন্ত সুন্দর এবং কার্যকর আইন। কিন্তু আইনটি বাস্তবায়নের সময় বিরোধিতা আসছে। আ হ ম মুস্তফা কামাল আরও বলেন, দেশে বিনিয়োগ কমছে, এটি সঠিক নয়। কারণ বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট বিনিয়োগ জিডিপির ২৯ দশমিক ৬২ শতাংশ। সিঙ্গাপুরে তা ২৫ শতাংশ এবং থাইল্যান্ডে ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ। ফলে প্রতিবেশী দেশের তুলনায় বিনিয়োগে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। তিনি বলেন, প্রতি বছরই জিডিপির আকার বাড়ছে। ফলে বিনিয়োগও বাড়ছে। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বিনিয়োগের সঙ্গে কর্মসংস্থানও আনুপাতিক হারে বাড়ছে। এ নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই। তিনি বলেন, আমাদের অর্জনের অন্যতম হলো মূল্যস্ফীতি। সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ শতাংশ। সর্বশেষ রিপোর্টে তা ৫ দশমিক ৪৫ শতাংশে নেমে এসেছে। আগামী অর্থবছরে তা ৫ দশমিক ৮ শতাংশে রাখার কথা বলা হয়েছে।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান বলেন, বিএনপি নেতা (সাবেক বাণিজ্য সচিব ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী) যা বলেছেন, এ ব্যাপারে আমার তেমন কোনো বক্তব্য নেই। কারণ বর্তমান সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিএনপির কোনো অবস্থান নেই। এক কথায় বিএনপি কোনো দলই না। তিনি বলেন, নির্বাচনের বরাদ্দ কমানো হয়েছে। এর যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ নির্বাচন কমিশনই টাকা বরাদ্দ চায়। সেক্ষেত্রে আগামী এক বছরে, যেহেতু তাদের কোনো নির্বাচন নেই, ফলে বরাদ্দ কমবেই। রাস্তা নির্মাণের ব্যাপারে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হলো আমাদের দেশে রাস্তা নির্মাণ করতে হলে জমি অধিগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু চীন ও ভারতে ফ্রি জমি পাওয়া যায়।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ বলেন, বাজেটে কয়েকটি বিষয় সংস্কার করা জরুরি। এর মধ্যে বাজেট তৈরিতে সংসদীয় কমিটির আরও সম্পৃক্ত হওয়া উচিত।

THE BANGLADESH TODAY
Date:20-06-2016 Page: 03, Col 1-4 Size:20 Col*Inc

**Planning Minister AHM Mostafa Kamal addressing a budget dialogue organized by CPD at a city hotel yesterday.**

বণিক বার্তা

Date:20-06-2016 Page 13 Col 1-3 Size: 30 Col*Inc

সিপিডি আয়োজিত বাজেট আলোচনায় পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নানসহ অনেকে বক্তব্য রাখেন ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

## প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সিপিডির সংলাপ

# সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারে কমিশন গঠনের সুপারিশ

**নিজস্ব প্রতিবেদক**

সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এখান থেকে জনগণ কাঙ্ক্ষিত সুফল পাচ্ছে কিনা, তা পর্যালোচনায় কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। এতে বলা হয়েছে, সরকারি অর্থ কীভাবে, কতটা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে খরচ হচ্ছে এবং এর সুফল কারা পাচ্ছেন, এসব পর্যালোচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আয়োজিত সংলাপে এ আহ্বান জানানো হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম সাইদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয়-বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক এবং সাবেক মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, 'বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ১০টি দেশের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। বাংলাদেশ এমডিজির সবগুলো লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখিয়েছে।' তিনি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রীর এ কথার অর্থ হলো ২০৪১ সালের আগে দেশে আর কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। বাংলাদেশ যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে ডাবল ডিজিটে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা উচিত ছিল। কিন্তু নানা জটিলতায় দেশে বিনিয়োগ করা কঠিন হয়ে গেছে। সরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে কিন্তু সেটি অপচয় হচ্ছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ৩ বিলিয়ন ডলারের পদ্মা সেতু হয়তো ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে যাবে। যেখানে চার লেনের সড়ক বানাতে চীনে ১৩ কোটি আর ভারতে ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয়, সেখানে বাংলাদেশে ব্যয় হয় ৫৫ কোটি টাকা। এ ধরনের উন্নয়ন দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু লাভবান হবে সে প্রশ্ন করেন তিনি। তিনি বলেন, মানবাধিকার আর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে বিনিয়োগ বাড়বে না।

আমির খসরুর বক্তব্যের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এমএ মান্নান বলেন, বিএনপি কোনো দলই না। তারা বিরোধী দলে নেই। সরকারি কাজে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি বলেন, যেহেতু দেশে জ্বালানি, বন্দর নির্মাণসহ মেগা প্রকল্পে বেসরকারি খাত বিনিয়োগ করে না, তাই সরকার এসব খাতে বিনিয়োগ করে। আর চীনে জমির মালিক সরকার হওয়ার কারণে সেখানে প্রকল্প ব্যয় অনেক কম।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগ বাড়ানো এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের বিষয়ে তিনি বলেন, শুধু আমাদের মাঝেই নয়, উন্নয়ন সহযোগীদের মাঝেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবয়ন বিলম্বিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল বলেন, ব্যাংকবহির্ভূত খাত হতে সরকার যে ঋণ করছে, তার প্রভাব ব্যাংকিং খাতের ওপরও এসে পড়ছে। এসব খাত থেকে বাজেটে ঋণ নেয়ার হার কমাতে হবে।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আবদুল মজিদ বলেন, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা দুটি পৃথক করতে হবে। বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ে এনবিআরের জন্য এটি জরুরি। বাজেট প্রস্তাবের পর পরই সম্পূরক বাজেট পাস করা হয়। এটি নিয়ে জাতীয় সংসদে আরো আলোচনা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, আগামী অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো লক্ষ্য অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ; বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধি; পাইপলাইনে থাকা বিদেশী সহায়তা আনা এবং সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা।

বিনিয়োগ সম্পর্কে সিপিডি বলেছে, আগামী অর্থবছরে ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য ধরা হয়েছে। আর জিডিপি-বেসরকারি বিনিয়োগ অনুপাত ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ উন্নীত করার লক্ষ্য রয়েছে। এজন্য বাড়তি ৮০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। সিপিডির মতে, কর্মসংস্থানের গতি আগের চেয়ে কমে গেছে।

নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন নিয়ে সিপিডি আরো বলেছে, করদাতা ও আদায়কারীর এখনো প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের যে সাতটি সুপারিশ রয়েছে, এর প্রতিফলন আইনে থাকা উচিত। অবশ্য নতুন মূসক আইনটি ভালো। কিন্তু মূসক আরোপের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করলে এটা সেলস ট্যাক্সের মতো হয়ে যাবে। এছাড়া প্যাকেজ মূসক বৃদ্ধির কারণে ছোট ব্যবসায়ীরা চাপে থাকবেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্যে রাখেন বিজিএমইএর সহসভাপতি ফারুক হোসেন, গণস্বাস্থ্য নগর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও মেঘনা ব্যাংকের সিইও নুরুল আমীন।

theindependent

Date: 20-06-2016 Page: 09, Col: 1-6 Size: 48 Col*Inc

# Larger tax net needed to achieve revenue target

## CPD dialog on proposed budget

STAFF REPORTER

Speakers at a dialogue on the national budget 2016-17 yesterday suggested the government to expand the tax net and modernise the collection system to meet the revenue target.

They said if the tax net is not widened and strengthened the collection would remain low forcing the government to go for bank borrowings.

Centre for Policy Dialogue (CPD) organised the dialogue in a city hotel to analyse the proposed budget for 2016-17 fiscal. Most of the discussants at the event said the fiscal targets set in the budget are unrealistic.

All of them criticised the government for poor implementation of the annual development programme (ADP) but supported initiatives that would help the local industries to grow.

Finance Minister Abul Maal Abdul Muhith on June 2 unveiled the national budget of Tk 3.41 trillion for fiscal 2015-16, where revenue collection has been set at Tk 2.43 trillion out of which the NBR would contribute Tk 2.03 trillion. The highest amount of Tk 727.64 billion has been projected to come from Value Added Tax (VAT) – which is 35 per cent higher than the current budget figure.

A revenue collection target of Tk 642.62 billion was set from VAT in the initial budget for the current FY, but it was later downsized to Tk 539.13 billion in the revised budget.

Identifying the mobilisation of the targeted revenue as a major challenge, CPD Executive Director Professor Mustafizur Rahman who made a keynote presentation on the proposed budget said the government should bring some reforms in the financial sector for implementation of large budget.

Planning Minister AHM Mustafa Kamal along with others attends a post budget dialogue, organised by Centre for Policy Dialogue (CPD) to analyze the proposed budget for 2016-17 fiscal, at a city hotel in the capital yesterday.

INDEPENDENT PHOTO

Rahman said that the quality of fiscal planning has been deteriorating over the last five years, which is likely to continue in 2016-17 fiscal years.

According to CPD, the high revenue target and the absence of clear guidelines in achieving that improving efficiency of spending may lead to messing up in achieving the budgetary target. "All major parameters of fiscal framework will need to register higher growth rate to attain the targets

Speaking on the occasion as the chief guest, Planning Minister A H M Mustafa Kamal said all the macro-economic indicators give clear indication that proposed budget is implementable.

"We've set a goal, and we know the problems and ways of solutions . . . so we are confident that we can implement the budget," he said.

Criticising the proposed budget, BNP leader and former commerce minister Amir Khasru Mahmud Chowdhury said investment is the key component of the growth, but for the last few years the private sector is showing reluctance to investment in the country, which forced the public sector to increase its investment.

He said the government has failed to bring reforms in the financial sector that's why the sector lost dynamism.

State Minister for Finance and Planning M A Mannan said that formulating a budget is one thing and implementing the budgetary plan according to the budget is another. "You all have to understand that implementing a project as per the budgetary plan is involved with lots of factors."

Mannan said that the country is burdened with 'jungle of rules and regulations'. "Those rules and regulations were formed to create accountability and for the betterment of the government institution. Those rules however now appear as hindrances against quick implementation of project."

Replying to the remarks of BNP leader and former Commerce Minister Amir Khasru Mahmud Chowdhury about the low rate of private sector investment, Mannan said: "Bangladesh is on the development path and the government is still investing on energy and infrastructure. After some times, suitable situations will be created for the private investors to come." Abdur Razzak, Chairman of the parliamentary standing committee on ministry of finance said that the government alone is not responsible for delaying the implementation projects of the ADP.

"Sometimes, a project implementation got delayed because of the delay in fund release by the development partners which they do without any apparent."

"We have to understand that the development partners are not above political motivation," he said.

Moderated by the CPD Board Member, M Sayeduzzaman, academicians, bureaucrats, businessmen, politicians and representatives of stakeholders took part in the dialogue.

দৈনিক ইনকিলাব
Date: 20-06-2016 Page 16 Col 8 Size: 06 Col*Inc

# বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল

## -পরিকল্পনামন্ত্রী

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার**

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। জিডিপির প্রবৃদ্ধির সূচক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে সুস্পষ্ট করেছে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত এবং ২০৪০ সালের মধ্যে উন্নত ১০টি দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। বাংলাদেশ এমডিজি'র সবকটি লক্ষ্য অর্জনে

সফলতা পৃঃ ১৫ কঃ ৪

# বিশ্ব অর্থনীতিতে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

দেখিয়েছে। গতকাল রোববার ঢাকায় এক হোটেলে সিপিডি আয়োজিত সিপিডি বাজেট ডায়ালগ ২০১৬ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, মাত্র একদশক আগেও আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে এর আকার বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের অগ্রগতির সব ধরণের উপাদান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৬ ভাগ কর্মক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বেগবান করার জন্য বিশাল এ কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম.এ. মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

NEW AGE
Date:20-06-2016 Page 13, Col 2-5 Size: 48 Col*Inc

# End to political uncertainty, infra crisis key to investment

## *Economists, politicians say at a CPD seminar*

Planning minister AHM Mustafa Kamal, state minister for finance and planning MA Mannan, parliamentary standing committee on finance ministry chairman Abdur Razzaque, BNP chairperson's adviser and former commerce minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury, Centre for Policy Dialogue board of trustees member M Syeduzzaman and CPD executive director Mustafizur Rahman are seen at a budget dialogue organised by the CPD at the Lakeshore Hotel in Dhaka on Sunday. — New Age photo

**Staff Correspondent**

BOOSTING private sector investment, generating adequate employment and ensuring good governance will continue to be the major challenges in next year to achieve higher economic growth and other targets of the proposed budget for fiscal year 2016-17, economists and politicians told a dialogue on Sunday.

At a dialogue on budget organised by the Centre for Policy Dialogue at Hotel Lakeshore in Dhaka, they said that removing political uncertainly, improving the bad shape of infrastructure and providing required gas and electricity would be catalyst for attracting both domestic and foreign direct investment.

At the dialogue, CPD recommended to the government for establishing a public expenditure review commission for ensuring quality, efficiency and accountability in implementation of the next budget.

Abdur Razzaque, chairman of the parliamentary standing committee on finance ministry, said that there were two major challenges—attracting private investment and creating employment— for accelerating economic growth.

Improved infrastructure, uninterrupted gas and power supply and political stability, among others, are needed to attract both domestic and foreign direct investment, he said.

He said that good governance was also necessary for achieving the growth target.

Adviser to the BNP chairperson, also former commerce minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury, blamed the government for exaggerating the costs of development budget projects benefiting the rent-seekers.

'The government is spending Tk 54 crore for constructing a kilometer of four-lane road while China and India are spending only Tk 13 crore and 11 crore

*Continued on B2 Col. 6*

# End to political uncertainty

*Continued from B1*

respectively for the work,' he said.

The cost of Padma Bridge project also increased to US$ 6 billion from the World Bank estimation of US$ 3 billion and finally the cost will rise to US$ 9 billion, he said.

The share of public investment is increasing but where is it going and what the real investment is if the government implements the project with such high costs, he raised the question.

Time has come to decide whether the country needs democracy or not as different quarters of the government are talking about giving emphasis on development democracy, Amir Khosru Mahmud said.

Development and growth do not sustain without democracy, rule of law, human rights and freedom of press, he added.

CPD executive director Mustafizur Rahman, in his keynote presentation, said that public expenditure review commission would monitor the process of public money expenditure, how efficiently the allocation is being spent and where the money is allocated.

He said that the private investment ratio to GDP had declined to 21.8 per cent in the ongoing fiscal year from 22.1 per cent in last year while the pace of additional jobs creation slowed down to about 3 lakh per annum during July 2013 to September 2015 from 13 lakh per annum during 2010 to 2013.

Every year, around 2 million youths join the labour force, he said.

Denying the statistics, planning minister AHM Mustafa Kamal, however, said that employment generation target remained on the track.

In FY 2014-2015, a total of 2.08 million jobs were generated in the country, he said.

The health of economy remained good over the last few years on increasing GDP growth, export earnings, reserve and other macroeconomic indicators, he added.

Regarding GDP-investment ratio, he said that Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapore and some other countries achieved higher GDP growth despite having lower level of GDP-investment ratio than Bangladesh.

So, why Bangladesh will not achieve higher growth with lower investment? he asked.

Differing with planning minister's opinion, CPD Board of Trustees member and former finance minister M Syeduzzaman, who presided over the dialogue, said that only South Korea managed to graduate to high income country from lower income one in last thirty years.

South Korea had to invest heavily in different sectors to achieve the status, he said adding that there are also problems in investment and good governance in Bangladesh.

State minister for finance and planning MA Mannan said that the cost of land was very high in Bangladesh compared with that of China and India that increases the cost of construction in the country.

Meghna Bank managing director Nurul Amin said that there was no demand for credit for investment in real sectors despite banks have huge liquidity because of lack of infrastructure, gas and electricity and political uncertainty.

Bangladesh Bank chief economist Biru Paksha Paul denied the statement that the private sector investment was stagnant.

'It is not true as private sector credit growth has been increasing,' he said.

Former Member of Parliament Fazlul Azim said that private investment would not take place unless law and order situation improves, and appropriate infrastructure and favourable environment are ensured.

Former NBR chairman Abdul Mazid, Ganaswasthya Kendra founder Zafrullah Chowdhury, Bangladesh Foreign Trade Institute chief executive officer Ali Ahmed, former member of parliament SM Akram, businessmen ASM Mainuddin Monem, SM Shahidul Islam, Business Initiative Leading Development chief executive director Ferdous Ara Begum, among others, participated in the dialogue.

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:20-06-2016 Page: 19, Col 1-2 Size: 18 Col*Inc

# বাজেট বাস্তবায়নে পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা দরকার

## সিপিডির আলোচনা সভা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাজেট বাস্তবায়নে পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ণের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টর ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সংসদীয় কমিটিকে আরো সম্পৃক্ত করা, প্রতি প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়ন তদারকিসহ ফলাফল ভিত্তিক বাজেট মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলনের আহ্বান জানিয়েছে সিপিডি।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আয়োজিত এক সংলাপে এ আহ্বান জানানো হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম সাইদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক এবং সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মুস্তাফিজুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, আগে বাজেট উচ্চাভিলাষী, বড় ইত্যাদি বলে সিডিপি ব্যাপক সমালোচনা করতো। এখন সিপিডির সমালোচনা কমেছে। কিছু ক্ষেত্রে এখন সরকারকে প্রশংসাও করছে সিপিডি। তিনি বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। বাংলাদেশ এমডিজির সবকটি লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখিয়েছে।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রীর এই কথার অর্থ হলো ২০৪১ সালের আগে দেশে আর কোন সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। বাংলাদেশ যে গতিতে এগুচ্ছে তাতে ডাবল ডিজিটে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা উচিত ছিল। বর্তমানে দেশে বিনিয়োগ করা কঠিন হয়ে গেছে। অন্যদিকে সরকারি বিনিয়োগও সঠিকভাবে হচ্ছে না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মাসেতু প্রকল্প থেকে বিশ্বব্যাংক চলে গেলো। এখন ৩ বিলিয়ন ডলারের পদ্মা সেতু হয়তো ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌছে যাবে। যেখানে ৪ লেনের সড়ক বানাতে প্রতি কি.মি. চিনে ১৩ কোটি আর ভারতে ১১ কোটি টাকা ব্যয় হয় সেখানে বাংলাদেশে ব্যয় হয় ৫৫ কোটি টাকা। এ ধরনের উন্নয়ন দিয়ে দেশ অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু লাভবান হবে সে প্রশ্ন করেন তিনি। তিনি বলেন, মানবাধিকার আর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে না।

আমির খসরুর বক্তব্যের বিষয়ে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিএনপি কোন দলই না। তারা বিরোধী দলে নেই। সরকারি কাজে তাদের কোন ভূমিকা নেই। তিনি বলেন, যেহেতু দেশে জ্বালানি, বন্দর নির্মাণসহ মেগা প্রকল্পে বেসরকারি খাত বিনিয়োগ করে না, তাই সরকার এইসব খাতে বিনিয়োগ করে। আর চিনে জমির মালিক সরকার হওয়ার কারণে সেখানে প্রকল্প ব্যয়ও অনেক কম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমাদের এখন চ্যালেঞ্জ হলো বিনিয়োগ বাড়ানো এবং প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের বিষয়ে তিনি বলেন, শুধু আমাদের মাঝেই নয়, উন্নয়ন সহযোগীদের মাঝেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবয়ন বিলম্বিত হয়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত চার লেনে উন্নীত করার প্রকল্পে সম্মতি দিতে এডিবি সময় নিয়েছে ৭ বছর। একইভাবে বিশ্বব্যাংকও প্রকল্প অনুমোদনে বিলম্ব করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

গণস্বাস্থ্য নগর কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ড. জাফরুল্লাহ অভিযোগ করে বলেন, ব্যবসায়ীরা ভুল তথ্য দিয়ে সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তারাই অর্থ পাচার করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের জন্য বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান তিনি।

বিজিএমইএর সহসভাপতি ফারুখ হোসেন বলেন, সরকার প্রতিবছরই কর কাঠামোতে পরিবর্তন করছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের মাঝে ভুল বার্তা যাচ্ছে। উৎসে আয় কর বৃদ্ধি প্রস্তাবের সমালোচনা করে তিনি বলেন, সরকার চাচ্ছে রফতানি খাত হতে রাজস্ব আদায় দ্বিগুণ করতে কিন্তু সরকারকে এটিও ভাবতে হবে যে, তৈরি পোশাক খাত হতে সবচেয়ে বেশি রফতানি আয় হচ্ছে। এ খাতে লাখ লাখ নারী কাজ করছেন, বিপুল কর্মসংস্থান রয়েছে এই খাতে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল বলেন, ব্যাংক বহির্ভূত খাত হতে সরকার যে ঋণ করছে তার প্রভাব ব্যাংকিং খাতের উপরেও এসে পড়ছে। এসকল খাত হতে ঋণ নেয়ার হার কমাতে হবে।

মেঘনা ব্যাংকের সিইও নুরুল আমীন বলেন, বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণ গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া প্রয়োজন। কারণ দেশের ব্যাংকগুলোতেই উদ্বৃত্ত তারল্য রয়েছে। সুদের হারও কমে এসেছে।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আবদুল মজিদ বলেন, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা দুইটি পৃথক করতে হবে। বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ে এনবিআরের জন্য এটি জরুরি। বাজেট প্রস্তাবের পরপরই সম্পূরক বাজেট পাস করা হয়। এটি নিয়ে জাতীয় সংসদে আরো আলোচনা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

যায়যায়দিন
Date:20-06-2016 Page 03, Col 3-5 Size: 10.5 col*inc

# ২০৪০ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ

যাযাদি রিপোর্ট

২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪০ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ। এ সময়ে বিশ্বের উন্নত ১০টি দেশের কাতারে সামিল হবে বাংলাদেশ। সরকার সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তাফা কামাল রোববার গুলশানের লেকশোর হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত 'সিপিডি বাজেট ডায়ালগ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। জিডিপির প্রবৃদ্ধির সূচক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে সুস্পষ্ট করেছে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত এবং ২০৪০ সালের মধ্যে উন্নত ১০টি দেশের কাতারে সামিল হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

আ হ ম মুস্তাফা কামাল বলেন, বাংলাদেশ এমডিজির সবকটি লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখিয়েছে।

তিনি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান। অর্থনীতিবীদ এম সাইদুজ্জামানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয়বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক এবং সাবেক মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

পরিকল্পনামন্ত্রী তার বক্তব্যে গত সাত বছরে দেশের অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকের তুলনামুলক চিত্র তুলে ধরে বলেন, মাত্র একদশক আগেও আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে এর আকার বৃদ্ধি পেয়ে এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অগ্রগতির সব ধরনের উপাদান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৬ ভাগ কর্মক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বেগবান করার জন্য বিশাল এ কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
Date:20-06-2016 Page:01 Col: 2-3 Size: 17 Col*Inc

# অর্থনীতির প্রতিটি সূচক এগিয়ে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে

**অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥** সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ। তবে প্রস্তাবিত অর্থবছরের বাজেটে মূল বিষয় হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাজ করছে সরকার। আর এই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারী-বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ বাড়ানোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন,

## সিপিডির বাজেট আলোচনা সভায় বক্তারা

অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারী খাতের বিনিয়োগ বাড়লেও

*(৪ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)*

## অর্থনীতির প্রতিটি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ সেইভাবে বাড়ছে না।

রবিবার রাজধানীর লেকশোর হোটেলে বেসরকারী গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট সংলাপে বক্তারা এসব কথা বলেন। ওই অনুষ্ঠানে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং রফতানি প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের অগ্রগতি অসাধারণ। যা কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলানো যাবে না।

তিনি বলেন, এবারের বাজেটের মূল বিষয় হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাজেটে ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি, এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৫ হবে। বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বড় হলেও তা অর্জন করা সম্ভব উল্লেখ করে মোস্তফা কামাল বলেন, গত ৫ বছরে রাজস্ব আদায়ে ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে। তাই এবারের বাজেটেও রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, আমরা ঠিক জায়গায় আছি। প্রত্যাশিত স্বপ্ন অনুযায়ী আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুস্তফা কামাল।

ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের জনগণের ভোটে জাতীয় নির্বাচন আর হবে না। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার যে পথে হাঁটছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে আর জনগণের ভোটে নির্বাচন হবে না। সিপিডির পক্ষ থেকে বলা হয়, গত দু'বছরে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ কম ছিল। প্রস্তাবিত বাজেটে ৭ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সরকার বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ যে পর্যায়ে উন্নীত করতে চায়, তার জন্য এ খাতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। কিন্তু এই বিনিয়োগ কীভাবে আসবে সে বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই প্রস্তাবিত বাজেটে।

প্রস্তাবিত ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার বাজেট সম্পর্কে বলা হয়, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট হচ্ছে, বড় বাজেট হচ্ছে। বাজেট তো বড় হবে, অর্থনীতি বড় হলে বাজেট বড় হবে। কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়ের পরিমাণও বড় হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশের অর্থনীতি যেভাবে বাড়ছে, সেই অনুপাতে বাজেটে আয় ব্যয়ের খাতগুলো বাড়ছে কি না সেটাও দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন- অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক ও সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

যুগান্তর
Date:20-06-2016 Page 20, Col 6-8 Size: 41 Col*Inc

## সিপিডির বাজেট সংলাপে বক্তারা

# সুশাসন ছাড়া বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে না

**যুগান্তর রিপোর্ট**

দেশের অর্থনীতির প্রথম চ্যালেঞ্জ বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান। কিন্তু গত কয়েক বছরে তা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২১ থেকে ২২ শতাংশের মধ্যে আটকে আছে। আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটেও বিনিয়োগ বাড়ানোর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট সংলাপে এসব কথা উঠে আসে।

অনুষ্ঠানে বিএনপি নেতারা বলেন, নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানগুলোই দেশে নেই। গণতন্ত্র, মানবাধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে না পারলে বিনিয়োগ হবে না। দলটির মতে, বর্তমান সরকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে না। আর প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর আদায় যৌক্তিক নয়। যদিও সরকার বলছে, প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় জিডিপির অনুপাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বেশি।

রোববার রাজধানীর হোটেল লেকশোরে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট সংলাপে বক্তব্য রাখেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল), অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা ড. আবদুর রাজ্জাক। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। এছাড়াও দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতা, শিল্প উদ্যোক্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকাররা সংলাপে অংশ নেন।

সিপিডি বিশ্লেষণে বলা হয়, আগামী বছরে ঘাটতি অর্থায়নেও বড় দুর্বলতা রয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের অনুন্নয়ন বাজেট বেড়েছে। এছাড়া বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বাড়ছে না করের আওতাও। ফলে যারা কর দিচ্ছেন, তাদের ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, অর্থনীতিতে বেশকিছু দুর্বল দিক রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ নেই। এছাড়াও উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থান নিম্নগামী, রাজস্ব পরিকল্পনায় দুর্বলতা, বাজেট ঘাটতি মেটাতে আভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি, লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে রাজস্ব আদায় হচ্ছে না, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন একেবারেই ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৬

রাজধানীতে সিপিডি আয়োজিত বাজেট ডায়ালগে বক্তৃতা করছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল যুগান্তর

# সুশাসন ছাড়া বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে না

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কম এবং আর্থিক খাতে সুশাসনের বড় ধরনের ঘাটতি। এর সবক'টিই সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ। আর এ বাস্তবতা সামনে নিয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে ৭ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এ পরিমাণ প্রবৃদ্ধির জন্য সরকারের আয় আরও ৬৫ হাজার কোটি টাকা বাড়াতে হবে। সরকারের ব্যয় বাড়াতে হবে আরও ৭৫ হাজার কোটি টাকা। আর বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে আরও ৮০ হাজার কোটি টাকা।

তিনি আরও বলেন, কালো টাকা বিনিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন কথা আসছে। তবে এ টাকাকে অর্থনীতির মূল ধারায় নিয়ে আসা দরকার। তার মতে, একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে বেনামি সম্পদকে মূল ধারায় আনতে না পারলে টাকা পাচার হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে নিয়মিত করের সঙ্গে জরিমানার বিধান অব্যশই থাকতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। এডিপি বাস্তবায়ন ও কর আহরণের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়ে গেছে।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, যারা অর্থনীতি নিয়ে উদ্বেগের কথা বলছেন, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ অর্থনীতির বেশিরভাগ সূচক হয় স্থিতিশীল, না হয় সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সিপিডির সমালোচনা করে তিনি বলেন, সংগঠনটি বিপরীতমুখী কথা বলছে। একবার তারা বলছে, জিডিপির তুলনায় রাজস্ব আদায় কম। আবার রাজস্ব আদায়ের জন্য ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করতে চাইলে তারা এর বিরোধিতা করছে। এ অবস্থায় সরকার কীভাবে রাজস্ব আদায় বাড়াবে। তিনি বলেন, ভ্যাট আইন তৈরির সময় সবার অংশগ্রহণ ছিল। সিপিডিসহ সবাই বলছে, এটি অত্যন্ত সুন্দর এবং কার্যকর আইন। কিন্তু আইনটি বাস্তবায়নের সময় তারা বিরোধিতা করে আসছে। তিনি বলেন, আমাদের অর্জনের অন্যতম হল মূল্যস্ফীতি। সরকার দায়িত্ব নেয়ার সময় মূল্যস্ফীতি ছিল ১২ শতাংশ। সর্বশেষ রিপোর্টে তা ৫ দশমিক ৪৫ শতাংশে নেমে এসেছে। আগামী অর্থবছরে তা ৫ দশমিক ৮ শতাংশে রাখার কথা বলা হয়েছে।

বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, দেশে নাগরিকদের জন্য কয়েকটি মৌলিক উপাদান জরুরি। এগুলো গণতন্ত্র, মানবাধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, কথা বলার অধিকার, নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন। বর্তমানে এর কোনোটিই নেই। আর এসব না থাকলে বেসরকারি বিনিয়োগ হবে না। তিনি বলেন, আস্থা না থাকলে কেউ বিনিয়োগ করবে না। তবে পরিকল্পনামন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা শুনলে মনে হয়, ২০৪১ সালের আগে আর দেশে কোনো নির্বাচন হবে না। যারা দেশ চালায়, এই যখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তখন বিনিয়োগ আসবে কীভাবে— প্রশ্ন রাখেন তিনি।

সাবেক এই বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে কেউ কেউ কোথাও কোথাও বলে থাকেন, আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়নে কোনো জবাবদিহিতা থাকে না। যেমন বর্তমানে দেশে চার লেনের ১ কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। চীনে এ ব্যয় ১৩ কোটি টাকা এবং ভারতে ১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাস্তা নির্মাণে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় বাংলাদেশে। কোথাও এর জবাবদিহিতা নেই। বিএনপির এ নেতা বলেন, দুর্নীতির কারণে পদ্মা সেতু থেকে সরে গেছে বিশ্বব্যাংক। ওই সময়ে প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে তা ৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমাদের ধারণা, এ ব্যয় ৯ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছবে। আর এভাবেই সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান বলেন, বিএনপি নেতারা যা বলেছেন, এ ব্যাপারে আমার তেমন কোনো বক্তব্য নেই। কারণ বর্তমান সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিএনপির কোনো অবস্থান নেই। এককথায় বিএনপি কোনো দলই না। তিনি বলেন, নির্বাচনের বরাদ্দ কমানো হয়েছে। এর যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ নির্বাচন কমিশনই টাকা বরাদ্দ চায়। সেক্ষেত্রে আগামী এক বছরে যেহেতু তাদের কোনো নির্বাচন নেই, ফলে বরাদ্দ কমবেই। মন্ত্রী আরও বলেন, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হল, আমাদের দেশে রাস্তা নির্মাণ করতে হলে জমি অধিগ্রহণ করতে হয়। কিন্তু চীন ও ভারতে ফ্রি জমি পাওয়া যায়।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ বলেন, বাজেটে কয়েকটি বিষয় সংস্কার করা জরুরি। এর মধ্যে বাজেট তৈরিতে সংসদীয় কমিটির আরও সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। পাশাপাশি বাজেট নিয়ে আলোচনার জন্য সংসদে আরও সময় দিতে হবে। না হলে বাজেটের সঙ্গে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো যাবে না।

মেঘনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিন বলেন, ব্যাংকে প্রচুর পরিমাণ অলস অর্থ পড়ে আছে। সরকারও ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় না। ফলে সুদের হারও ৯ থেকে ১১ শতাংশের মধ্যে চলে এসেছে। এ অবস্থায় বেসরকারি খাতে বিদেশী ঋণ বন্ধ করা উচিত।

কালের কণ্ঠ
Date: 20-06-2016 Page: 20, Col: 6-7 Size: 26 Col*Inc

## সিপিডির সংলাপে বক্তারা

# গণতন্ত্র না উন্নয়ন তা জানাতে হবে

- নির্বাচন কমিশনের বাজেট কমানো নিয়ে প্রশ্ন
- রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় বিনিয়োগ হচ্ছে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷ গণতন্ত্র না উন্নয়ন কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত—এই প্রশ্নে বিভিন্ন মহলে চলছে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা। মূলত ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের পর থেকেই এই বিতর্ক। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) গতকাল রবিবারের বাজেট সংলাপে বক্তাদের আলোচনা তাতে যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

রাজধানীর গুলশানে লেক শোর হোটেলে আয়োজিত প্রস্তাবিত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএনপির সাবেক এক মন্ত্রী, বুদ্ধিজীবী ও একজন গবেষক বলেন, দেশবাসীকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে সরকার কোনটি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং প্রকাশ্যে বলতে হবে যে গণতন্ত্র নয়, উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তবে সেই উন্নয়ন হতে হবে স্বচ্ছ। সেখানে কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতি থাকতে পারবে না।

সিপিডির এই সংলাপে আগামী অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের বাজেট কমানোর সমালোচনা করে কেউ কেউ বলেন, সরকার হয়তো দেশে আর কোনো নির্বাচন করতে চায় না। সে জন্য আগামী বাজেটে নির্বাচন কমিশনের জন্য বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। সংলাপে সরকারি দলের একজন সংসদ সদস্য, ব্যাংকার ও একাধিক ব্যবসায়ী দেশে হরতাল-অবরোধ না থাকা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত হারে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান না হওয়ার পেছনে চলমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে দায়ী করেন।

সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাঈদুজ্জামানের সঞ্চালনায় বাজেট সংলাপে প্রধান

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

## গণতন্ত্র না উন্নয়ন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক এবং বিএনপি নেতা ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

সংলাপটি প্রস্তাবিত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে হলেও আলোচনার বড় একটি অংশজুড়ে ছিল দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। প্রধান অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বক্তব্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার বেশ আগেই চলে যান। সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান অনেকটা অসহায় ভঙ্গিতে বলেন, 'আমি যতটুকু জানি সিপিডি দেশের মধ্যে একটি উঁচু মাপের গবেষণা সংস্থা। সংস্থাটির যেকোনো অনুষ্ঠানে একাডেমিক আলোচনা হওয়ার কথা। কিন্তু এখন দেখছি এসব অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। সিপিডি বিষয়টি আমাকে আগে বললে প্রস্তুতি নিয়ে আসা যেত।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সিপিডির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, 'সংস্থাটি একদিকে বলছে, নতুন ভ্যাট আইন কার্যকরের সময় এখনো হয়নি। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারপর ভ্যাট আইন কার্যকরের কথা বলছে সিপিডি। অন্যদিকে বলছে, রাজস্ব আহরণ কম। এ বছর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে না বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি।' ভ্যাট আইন কার্যকর না করলে রাজস্ব আহরণ বাড়বে কিভাবে এমন প্রশ্ন রেখে মন্ত্রী বলেন, সিপিডিকে দ্বৈত ভূমিকা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রীর বক্তব্যের পর আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, তাহলে কি দেশে ২০৪১ সালের আগে কোনো নির্বাচন হবে না? দেশে যদি নির্বাচনই না হয় তাহলে নির্বাচন কমিশন রেখে লাভ কী। আমির খসরু বলেন, একটি অনির্বাচিত সরকার জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়াচ্ছে। সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা উন্নয়ন চায় না গণতন্ত্র। উন্নয়ন করতে চাইলে তা হতে হবে স্বচ্ছ। যে পদ্মা সেতুর কাজ ২০০ কোটি ডলার দিয়ে শুরু, সেটি ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। এই সেতুর কাজ শেষ করতে ব্যয় ৯০০ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়াবে।

আমির খসরু বলেন, 'চীন ও ভারতে প্রতি কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করতে লাগে ১৪ থেকে ২০ কোটি টাকা। আমাদের দেশে লাগে ১০০ কোটি টাকার ওপরে। উড়াল সড়কের নির্মাণ ব্যয়ও অনেক বেশি। দেশের ব্যবসায়ীদের অস্বস্তির মধ্যে রেখে, মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করে বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে না।'

জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম আগামী অর্থবছরে নির্বাচন কমিশনের জন্য বাজেট ২০০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। এটা কী জন্য কমানো হয়েছে আমার বোধগম্য নয়।'

এ প্রসঙ্গে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে গণতন্ত্র বিরাজমান। আর নির্বাচন কমিশন তো বাড়তি টাকা চায়নি। অযথা তাদের বাড়তি বরাদ্দ দিলে সেটা অপচয় হতো।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক অবশ্য স্বীকার করেন, 'দেশে একটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ, গ্যাস, সড়ক, বন্দরসহ অন্যান্য অবকাঠামোর আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। ব্যাংক ঋণের সুদের হার অনেক বেশি। এসব কারণে বিদেশি (এফডিআই) ও ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হচ্ছে না। কাঙ্ক্ষিত হারে বিদেশি ঋণ খরচ করতে না পারার পেছনে আমলাতন্ত্র দায়ী। আমাদের আমলাতন্ত্র অনেক জটিল। তাদের দক্ষতার অভাব রয়েছে। পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোতেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আছে।'

বিশ্বব্যাংক ও এডিবির আমলাতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন তিনি।

মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে মেঘনা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুরুল আমিন বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশের ব্যাংকিং খাতে বড় আকারের কয়েকটি ঋণ কেলেঙ্কারি হয়েছে। ব্যক্তি খাতের ঋণের প্রবাহও অনেক কম। ব্যাংকগুলোয় অনেক টাকা অলস পড়ে আছে। সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তাঁর মতে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও একটা অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে।

সাবেক সংসদ সদস্য ফজলুল আজিম বলেন, কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে দরকার বিনিয়োগ। বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়বে। কিন্তু দেশে বিনিয়োগ হচ্ছে না। ফলে কর্মসংস্থানও হচ্ছে না। আর বিনিয়োগ না হওয়ার পেছনে তিনি রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা উল্লেখ করেন। সাবেক সংসদ সদস্য এস এম আকরাম বলেন, প্রতিবছরই বাজেটের আকার বাড়ছে। কিন্তু বছর শেষে সে বাজেট বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে।

মানবকণ্ঠ
Date:20-06-2016 Page 07, Col 2-4 Size: 13.5 Col*Inc

# বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল

## সিপিডির বাজেট ডায়ালগ সংলাপে পরিকল্পনামন্ত্রী

**অর্থনৈতিক প্রতিবেদক**

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, সামস্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। বাংলাদেশ এমডিজির সবকটি লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখিয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনই আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটের মূল বিষয়।

গতকাল রাজধানীর লেকশোর হোটেলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-সিপিডি আয়োজিত বাজেট-২০১৬ ডায়ালগ সংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এ সংলাপে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ অন্যরা। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটের মূল বিষয় হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাজেটে ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বড় হলেও তা অর্জন করা সম্ভব হবে উল্লেখ করে মোস্তফা কামাল বলেন, গত ৫ বছরে রাজস্ব আদায়ে ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে। তাই এবারের বাজেটেও রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে।

তিনি বলেন, অনেকে বলছেন— এত বড় বাজেটের এই বিশাল রাজস্ব আদায় কীভাবে সম্ভব। আমি তাদের বলতে চাই আমাদের ট্যাক্স জেনারেশন এই রাজস্ব দেবে। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে দেশ অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যা কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলানো যাবে না। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল এলাকাগুলো, জিডিপি ও রফতানিতে আমাদের প্রবৃদ্ধি অসাধারণ। সেই সঙ্গে দেশে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।? আমরা ঠিক জায়গায় আছি। প্রত্যাশিত স্বপ্ন অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন মুস্তফা কামাল।

মুস্তফা কামাল গত সাত বছরে দেশের অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকের চিত্র তুলে ধরে বলেন, মাত্র একদশক আগেও আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এডিপির আকার ছিল মাত্র ২২ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে এর আকার বেড়ে এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অগ্রগতির সব ধরনের উপাদান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৬ ভাগ কর্মক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বেগবান করার জন্য বিশাল এ কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মানবজমিন
Date:20-06-2016 Page 16, Col 3-5 Size: 21 Col*Inc

## সিপিডি'র আলোচনায় বক্তারা

# বিনিয়োগ বাড়াতে হলে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে

ছাড়া কর আদায় যৌক্তিক কিনা। তিনি বলেন, দেশে নাগরিকদের জন্য কয়েকটি মৌলিক উপাদান জরুরি। এগুলো হলো গণতন্ত্র, মানবাধিকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, কথা বলার অধিকার, নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন। বর্তমানে এর কোনোটিই নেই। আর এই জিনিসগুলো না থাকলে বেসরকারি বিনিয়োগ হবে না। তিনি বলেন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা না থাকলে কেউ বিনিয়োগ করবে না।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রীসহ আওয়ামী লীগ নেতাদের কথা শুনলে মনে হয়, ২০৪১ সালের আগে আর দেশে কোনো নির্বাচন হবে না। যারা দেশ চালায়, এই যখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তখন বিনিয়োগ আসবে কীভাবে– প্রশ্ন রাখেন তিনি। সাবেক এই বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে কেউ কেউ কোথাও কোথাও বলে থাকেন, আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র। কিন্তু গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়নে কোনো জবাবদিহি থাকে না। যেমন বর্তমানে দেশে চার লেনের ১ কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। চীনে এই ব্যয় ১৩ কোটি টাকা এবং ভারতে ১১ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাস্তা নির্মাণে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় বাংলাদেশে। কোথাও এর জবাবদিহি নেই। বিএনপির এই নেতা বলেন, দুর্নীতির কারণে পদ্মা সেতু থেকে সরে গেছে বিশ্বব্যাংক। ওই সময়ে প্রকল্পটির ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে তা ৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আমাদের ধারণা, এই ব্যয় ৯ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছাবে। আর এভাবেই সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার প্রবৃদ্ধির কথা বলছে। কিন্তু কোথায় এই প্রবৃদ্ধির ভিত্তি রচনা হলো, তা একবারও বলছে না। তার মতে, বিএনপির সময় প্রথম প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশে উন্নীত হয়। ওই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে প্রবৃদ্ধি এখন ডাবল ডিজিটে (দুই অংকে) যাওয়ার কথা। তিনি বলেন, অর্থনীতিতে যতগুলো সংস্কার হয়েছে, সব বিএনপির আমলে। আওয়ামী লীগের আমলে সময় উপযোগী কোনো সংস্কার হয়নি। যে কারণে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে দুর্বৃত্তায়ন হচ্ছে। বিএনপির এই নেতা বলেন, এবারের বাজেটে নির্বাচন কমিশনের বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা কমিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে হয়, নির্বাচন কমিশনের বরাদ্দ একেবারে বাদ দেয়া উচিত। যেহেতু দেশে কোনো নির্বাচন অদূর ভবিষ্যতেও আর হওয়ার সম্ভাবনা নেই, ফলে নির্বাচন কমিশনের দরকার কী।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান বলেন, বিএনপি নেতা যা বলেছেন, এ ব্যাপারে আমার তেমন কোনো বক্তব্য নেই। কারণ, বর্তমান সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় বিএনপির কোনো অবস্থান নেই। এককথায় বিএনপি কোনো দলই না। তিনি বলেন, নির্বাচনের বরাদ্দ কমানো হয়েছে। এর যৌক্তিকতা রয়েছে। কারণ, নির্বাচন কমিশনই টাকা বরাদ্দ চায়। সেক্ষেত্রে আগামী এক বছরে যেহেতু তাদের কোনো নির্বাচন নেই, ফলে বরাদ্দ কমবেই। মন্ত্রী বলেন, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তা হলো আমাদের দেশে রাস্তা নির্মাণ

নয়া দিগন্ত
Date:20-06-2016 Page 16 Col 2-4 Size:22 col*Inc

# উন্নয়ন নিয়ে সিপিডির সংলাপে বিতর্ক

● অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

- বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল : কামাল
- বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকায় টাকা পাচার হচ্ছে : আমীর খসরু
- বাংলাদেশে বিনিয়োগ সমস্যা রয়েছে : এম সাইদুজ্জামান

উন্নয়নের সঠিক পথেই যাচ্ছে বাংলাদেশ। আর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে রয়েছে– পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের এমন বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তার মতে, বিনিয়োগের আস্থা ও পরিবেশ না থাকায় প্রতি বছর দেশ থেকে প্রচুর টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেলে আগামী অর্থবছর সরকার যে ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরেছে তা হবে না। তবে মন্ত্রী জোর গলায় বলেন, বেসরকারি বিনিয়োগ যা আছে এভাবে থাকলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। এবার ৭.০৫ শতাংশ হয়েছে।

গতকাল রাজধানীতে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত প্রস্তাবিত বাজেট-২০১৬-১৭ বিষয়ক সংলাপে তারা এই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাজেটের ওপর পর্যালোচনা তুলে ধরেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম *১৫ পৃ: ৫-এর কলামে*

উন্নয়ন নিয়ে সিপিডির সংলাপে বিতর্ক

*শেষ পৃষ্ঠার পর*

মুস্তফা কামাল। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক। সাবেক এমপি এস এম আকরাম ও ফজলুল আজিম, রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বিজিএমইএ সহসভাপতি ফারুক হোসেন প্রমুখ।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, ছয় বছরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধিই কর্মসংস্থানের চিত্রটি তুলে ধরে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির সূচক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে সুস্পষ্ট করেছে। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ১০টি দেশের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি। বাংলাদেশ এমডিজির সবক'টি লক্ষ্য অর্জনে সফলতা দেখিয়েছে। তিনি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের চেয়ে জিডিপি-বিনিয়োগ অনুপাত বাংলাদেশে বেশি। ওসব দেশ যদি নিম্ন বিনিয়োগ করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে, তবে বাংলাদেশ কেন পারবে না? ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হবে। তিনি বলেন, মাত্র এক দশক আগেও আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে তা এক লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশে অগ্রগতির সব ধরনের উপাদান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৬ ভাগ কর্মক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি বেগবান করার জন্য বিশাল এ কর্মক্ষম জনশক্তিকে সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, মুস্তফা কামাল সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে, ২০৪১ সালের আগে দেশে কোনো নির্বাচন হচ্ছে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধিকে এক করে দেখলে হবে না। তিনি বলেন, ইদানীং অনেকে বলার চেষ্টা করেন, আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র। আমরা কি গণতন্ত্র চাই না? এ যুগে এসে কি 'উন্নয়ন আগে, পরে গণতন্ত্র' এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে?

তিনি বলেন, এখানে কোনো ধরনের স্বচ্ছতা নেই। দুর্নীতির কারণে তিন বিলিয়ন ডলারের পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয়, এখন ৯ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এটা নিশ্চিত। তিন বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ৯ বিলিয়ন ডলারে উঠলে কিভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ আসবে? অথচ গণতন্ত্র বাদ দিয়ে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকায় অনেক টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তি না থাকলে বিনিয়োগ হবে না। যতক্ষণ গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হবে, ততক্ষণ বেসরকারি বিনিয়োগ হবে না। বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ নিয়ে আস্থা পাচ্ছে না।

এস এম আকরাম বলেন, প্রতিবছর রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় তা কখনোই অর্জিত হয় না। গ্যাপ থেকেই যায়। কিন্তু কেন এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না, কেন গ্যাপ থেকেই যাচ্ছে তার কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারছে না। তিনি বলেন, এডিপিতে অনেক বেশি প্রকল্প নেয়া হয়। আবার এমন কিছু প্রকল্প আছে যা বছরের পর বছর চলছে। ওই সব প্রকল্পে, জনবলের বেতন, অফিসের জিনিসপত্র কেনার জন্য শুধু অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আর কিছুই হচ্ছে না।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, বাজেট তৈরি নিয়ে এফবিসিসিআই এবং রাজস্ব বোর্ড একে অপরকে দোষারোপ করে। তাই বাজেট তৈরির দুই মাস আগেই দুই সংস্থার আলোচনায় বসা উচিত। তিনি বলেন, আমাদের সম্পূরক বাজেট নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হয় না। এটা ভালোভাবে আলোচনা করা উচিত।

ডা: জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রশ্ন করেন, যেখানে সামনে কোনো নির্বাচনই নেই সেখানে আগামী অর্থবছর নির্বাচন কমিশনের জন্য কেন বাড়তি ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

পরিকল্পনামন্ত্রীর দাবির সাথে দ্বিমত পোষণ করে অনুষ্ঠানের সভাপতি এম সাইদুজ্জামান বলেন, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের শ্রেণী থেকে একমাত্র দক্ষিণ কোরিয়া ৩০ বছরের মধ্যে উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে। উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ হতে দেশটি তখন শিল্প খাতে বিপুল বিনিয়োগ করেছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও তাদের যথেষ্ট বিনিয়োগ হয়েছে। বাংলাদেশকে আগাতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে বিনিয়োগ সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়া সুশাসনেরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

প্রথম আলো

Date:20-06-2016 Page: 13, Col:2-6 Size: 46 Col*Inc

# ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন গঠনের সুপারিশ

## বাজেট নিয়ে সিপিডির সংলাপ

**আগামী অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো লক্ষ্য অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধি, পাইপলাইনে থাকা বিদেশি সহায়তা আনা এবং সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা**

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। সিপিডি বলছে, সরকারি অর্থ কীভাবে, কতটা গুণগত মান ধরে খরচ হচ্ছে, এর অর্থের সুফল কারা পাচ্ছে—এসব নিয়ে এ কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

গতকাল রোববার আগামী অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা নিয়ে সংলাপ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধে এ সুপারিশ করা হয়েছে। রাজধানীর লেকশোর হোটেলে এ সংলাপের আয়োজন করে সিপিডি। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে এতে মন্ত্রী, সাবেক মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদেরা অংশ নেন।

সংলাপের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। মূল প্রবন্ধে বলা হয়, আগামী অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়নের বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো লক্ষ্য অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ, বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধি, পাইপলাইনে থাকা বিদেশি সহায়তা আনা এবং সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা। সিপিডির মতে, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা জাতি এবং এর সম্ভাবনার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্মসংস্থানের গতিও আগের চেয়ে কমে গেছে।

নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইন নিয়ে সিপিডি বলেছে, করদাতা ও আদায়কারীর এখনো প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের যে সাতটি সুপারিশ রয়েছে, এর প্রতিফলন আইনে থাকা উচিত। নতুন মূসক আইনটি ভালো। কিন্তু মূসক আরোপের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করলে এটা সেলস ট্যাক্সের মতো হয়ে যাবে।

তৈরি পোশাক ও অন্য পাঁচটি খাতে যে অগ্রিম উৎসে কর দশমিক ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে দেড় শতাংশ আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। সিপিডি মনে করে, এটা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

সিপিডি আরও বলছে, পানামা পেপারস কেলেঙ্কারির মাধ্যমে জানা যাচ্ছে, দেশ থেকে টাকা পাচারের পরিমাণ বেড়েছে। এ অর্থকে আইনের আওতায় আনতে বেনামি সম্পদ আইন প্রণয়ন ও কৃষিপণ্যের জন্য স্থায়ী কৃষি মূল্য কমিশন গঠনের সুপারিশও করেছে সিপিডি।

সিপিডির অন্য সুপারিশগুলো হলো সামরিক অর্থনীতি আরও পরিষ্কার করা, স্থানীয় সরকার বাজেটে আলাদা কিন্তু সমন্বিত করা, বিদেশি ঋণ সহায়তার নীতিমালা প্রণয়ন এবং সরকারি সম্পদের অধিগ্রহণে স্বচ্ছতা আনা।

রাজধানীর একটি হোটেলে গতকাল বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট সংলাপে বক্তারা ● ছবি : প্রথম আলো

**আলোচনা :** সংলাপের প্রধান অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, 'বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি মডেল। জিডিপির প্রবৃদ্ধির সূচক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কে সুস্পষ্ট করেছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪০ সালের মধ্যে উন্নত ১০টি দেশের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।'

অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক বলেন, অর্থনীতির বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা। এ জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে এবং সুদের হার কমাতে হবে। সড়ক, বন্দরসহ অবকাঠামো সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকতে হবে।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, সড়ক, বন্দরসহ বড় অবকাঠামো না থাকলে বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসে না। সরকার এখন এসব অবকাঠামো নির্মাণ করছে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, কোন ভিত্তির ওপর এখন প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে তা দেখতে হবে। আট বছর আগেই মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। বিএনপি সরকারের আমলেই এ ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্জনের মৌলিক সংস্কার করা হয়েছিল। তখন বেসরকারি বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধি হয়েছিল।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ বলেন, বর্তমানে যাঁরা বাজেটের রাজস্ব নীতি ঠিক করছেন, তাঁরাই রাজস্ব আদায় করছেন। একই প্রতিষ্ঠানের এই দুটো কাজ করা ঠিক নয়।

অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশের (এবিবি) সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল আমিন বলেন, ব্যাংকিং খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ রয়েছে। কিন্তু সরকারের ঋণ করার প্রবণতা বেশ কম। বিনিয়োগ না হওয়ার কারণে ব্যাংকিং খাতটি শ্লথ।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, এ দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞা করা হয়। পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরুপাক্ষ পালের মতে, ব্যাংকবহির্ভূত খাতই ব্যাংকিং খাতকে আঘাত করছে। ব্যাংকবহির্ভূত অর্থায়ন কমানো উচিত।

সিডওর সাবেক চেয়ারপারসন সালমা খান বলেন, এবারের বাজেটে লৈঙ্গিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। অথচ ২০৩০ সালের মধ্যে সিদ্ধান্ত নারী-পুরুষের সমতা আনতে হবে।

**উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক :** সংলাপে বাংলাদেশের উন্নয়ন কি সঠিক পথেই আছে, এ নিয়ে সরকারের পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের সঙ্গে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর এ বিতর্ক হয়। এ বিতর্কে অংশ নেন সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানও।

পরিকল্পনামন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বিনিয়োগ সম্পর্কে বলেন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের চেয়ে জিডিপি-বিনিয়োগ অনুপাত বাংলাদেশের বেশি। ওই সব দেশ যদি নিম্ন বিনিয়োগ করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন বা উন্নতি করতে পারে, তবে বাংলাদেশ কেন পারবে না? ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রীর এ বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করে এম সাইদুজ্জামান বলেন, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে একমাত্র দক্ষিণ কোরিয়া। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হতে ওই দেশটি তখন শিল্প খাতে বিপুল বিনিয়োগ করেছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথেষ্ট বিনিয়োগ হয়েছে। তাঁর মতে, বাংলাদেশে বিনিয়োগ সমস্যা রয়েছে। এ ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপরও তিনি জোর দেন।

পরিকল্পনামন্ত্রী বক্তব্য দিয়েই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। এরপর বিএনপি নেতা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'মুস্তফা কামাল সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে, ২০৪১ সালের আগে কোনো নির্বাচন হচ্ছে না।' তিনি বলেন, ইদানীং অনেকে বলার চেষ্টা করেন, আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র। আমরা কি গণতন্ত্র চাই না? এ যুগে এসে কি 'উন্নয়ন আগে, পরে গণতন্ত্র' এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে? যতক্ষণ গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন—এসব প্রতিষ্ঠা না হবে, ততক্ষণ বেসরকারি বিনিয়োগ হবে না।

সংবাদ
Date:20-06-2016 Page 01 Col 2-3 Size:24 Col*Inc

## সিপিডির বাজেট সংলাপ

# আয়-ব্যয়ের লক্ষ্যপূরণ নিয়ে সংশয়

**অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক**

প্রস্তাবিত বাজেটের আয় ও ব্যয়ের লক্ষ্যপূরণ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, বড় বাজেটের আয়ের জোগান দিতে রাজস্ব আদায় বাড়াতে হবে। সরকারি বিনিয়োগ নানা কারণে বাড়লেও বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা রয়েছে। দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রমে দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা, অদক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অভাব চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট সংলাপ অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

তবে বাজেট বাস্তবায়ন ও অর্থনীতিতে কোন চ্যালেঞ্জ দেখেন না সংলাপের প্রধান অতিথি পরিকল্পনামন্ত্রী আহম মুস্তাফা কামাল। তিনি বলেন, সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। বাস্তবায়নের হার ও দক্ষতা বেড়েছে। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রেমিট্যান্স, কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ট সুবিধা পাচ্ছি। জিডিপিতে ঋণের অনুপাত বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায়

সিপিডির : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

## সিপিডির : বাজেট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কম। তিনি বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির গতিধারা অবিশ্বাস্য গতিতে উঁচুতে উঠছে। ঠিক জায়গায় বাংলাদেশ চলছে। লক্ষ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ।

রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এ সংলাপে সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান সঞ্চালনা ও সভাপতিত্ব করেন। এ সময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ, গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরুপাক্ষ পালসহ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা। প্রস্তাবিত বাজেটের নানা দিক ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান।

মূল প্রবন্ধে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাজেট প্রণয়নের সময় সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু ভালো সূচকের পাশাপাশি বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সেগুলো হলো- ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কম, কমংস্থান সৃষ্টি কমেছে, বাস্তবায়ন না হওয়া বাজেটের বিশ্বাস্যযোগ্যতা হারানো, রাজস্ব আয়ে ঘাটতি, এডিপি বাস্তবায়ন কম ও আর্থিক খাতে সুশাসনের অভাব। প্রতি বছরের মূল বাজেট কাটছাঁট করে কমানো হচ্ছে। আয়-ব্যয়ের দক্ষতা না থাকায় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পার্থক্য প্রতি বছরই বাড়ছে। তিনি বলেন, বাজেট প্রণয়ন বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আনতে সরকারি ব্যয় পর্যালোচনা কমিশন, সরকারের প্রণোদনা ও ভর্তুকি পর্যবেক্ষণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় প্রকাশ, সরকারের সম্পদ অর্জনে স্বচ্ছতা, বেসরকারি সহায়তা ব্যবহার নীতি, স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্তকরণ এবং সরকারি ব্যয়ে এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক আরও কিছু নীতির সংস্কার করতে হবে।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ ভালো সাফল্য দেখিয়েছে। বড় অর্থনীতির দেশে এবার বড় বাজেট দেয়া হয়েছে। এই বাজেটের বড় দিক হচ্ছে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২ শতাংশ অর্জন। এর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিনিয়োগ বাড়ানো। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য গ্যাস-বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোগত সমস্য দূর করতে হবে। কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। জনসংখ্যা, স্বল্প জমি, জলবায়ুর পরিবর্তন, সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, তবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার বাজেট পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্যাস আমদানির চেষ্টা করা হচ্ছে। কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করতে ই-টেন্ডারিংসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে কর বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু জনগণ বা জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়নি। এটি কোন সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব নয়। সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, দেশে গণতন্ত্রের চেয়ে উন্নয়নকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। তাহলে তো মানবাধিকার, আইনের শাসন, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই। সুশাসন গণতন্ত্র নিশ্চিত না হলে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়বে না। কাঙ্ক্ষিত জিডিপির প্রবৃদ্ধিও অর্জন হবে না। অন্যদিকে উন্নয়নের নামে সম্পদের অপচয় হচ্ছে। চীনে চার লেনের প্রতি কিলোমিটার রাস্তা তৈরিতে ১৩ কোটি ডলার ও ভারতে ১১ কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে, আর বাংলাদেশে ব্যয় হচ্ছে ৫৪ কোটি ডলার। দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন থেকে সরে গেছে বিশ্বব্যাংক। এখন এই সেতুতে ৩০০ কোটি ডলারের জায়গায় ব্যয় হচ্ছে ৯০০ কোটি ডলার। উন্নয়নের নামে এই অতিরিক্ত খরচ অপচয়। এছাড়া প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের কথা শুনে মনে হচ্ছে ২০৪১ সালের আগে দেশে কোন নির্বাচন হবে না, এটি উনি নিশ্চিত। ভোট হয়তো হবে, তবে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে না। আমি জনগণের ভোট দেয়ার কথা বলছি। প্রস্তাবিত বাজেটে নির্বাচন কমিশনের জন্য বরাদ্দ কমিয়ে ২০০ কোটি টাকা রাখার সমালোচনা করেছেন অনেকে। কিন্তু আমি মনে করি নির্বাচন কমিশনের জন্য কোন বরাদ্দ রাখার দরকার নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত করা উচিত। এতে বাজেটের খরচ বাঁচবে।

এমএ মান্নান বলেন, সরকারের প্রতি জনগণের সমর্থন রয়েছে। গত ৪ বছর ধরে তারা অনেক কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু জনগণ রাস্তায় নামেনি। আমরা জনগণের ঘরের চাল ঘরের দরজা ঠিক করে যাচ্ছি আরও করব। তিনি বলেন, অন্য দেশে প্রকল্প বাস্তবায়নের খরচ কম কারণ ওই সব দেশে জমির মালিক সরকার। তাদের জমি কিনতে কোন ব্যয় হয় না। কিন্তু আমাদের জমির মূল্য অনেক বেশি। আমরা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়েছি। এটি অর্জন করা সম্ভব। এনবিআরকে সেভাবে লোকবল দেয়া হচ্ছে ও সংস্কার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমলাতন্ত্রে জড়তা ও স্থিরতা আছে। প্রকল্প পরিচালকরা পদে থাকার জন্য সময়মতো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন না। সর্বক্ষেত্রে সুশাসন নাই। এসব বিষয়ে সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রধান নির্বাহীর অনুশাসনে বিরাট পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

সাইদুজ্জামান বলেন, পুলিশ, আদালতের পেশকার ও সাবরেজিস্ট্রি অফিস দুর্নীতির প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকিং খাতে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে। অতিরিক্ত তারল্য রয়েছে, আমানতের সুদ হার মূল্যস্ফীতির চেয়েও কম। ব্যাংকিং খাতে রাজনীতি ও মালিকদের হস্তক্ষেপে খেলাপি ঋণ বাড়ছে। এসব খাতে সংস্কার করতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমানে মূল্যস্ফীতি ও মোট ঋণ অনেক কম। বাজেটের লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগ বাড়িয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ এখনই নেয়া যেতে পারে। কৃষি উন্নয়নে গবেষণায় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষার উন্নয়ন দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

মেঘনা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ নূরুল আমিন বলেন, রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই কিন্তু অনিশ্চয়তা রয়েছে। এর জন্য ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ছে না। ফলে ঋণের চাহিদা না থাকায় ব্যাংকে অলস তারল্য পড়ে আছে। সরকারও ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে না।

দৈনিক
সংগ্রাম
Date:20-06-2016 Page11,Col 06 Size: 16 Col* Inc

# ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জনই মূল লক্ষ্য

## ---পরিকল্পনামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল জানিয়েছেন, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জনই আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটের মূল বিষয়। দেশের সকল অর্থনীতির সূচক অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশি দেশের তুলনায় আমরা অনেক এগিয়ে।

গতকাল রোববার রাজধানীর লেকশোর হোটেলে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ আয়োজিত এক বাজেট সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন- অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটের মূল বিষয় হলো প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাজেটে ৭ দশমিক ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শেষে আমাদের জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২৫ হবে।

বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বড় হলেও তা অর্জন করা সম্ভব উল্লেখ করে মোস্তফা কামাল বলেন, গত ৫ বছরে রাজস্ব আদায়ে ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হয়েছে। তাই এবারের বাজেটেও রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হবে।

তিনি আরো বলেন, অনেকে বলছেন- এত বড় বাজেটের এই বিশাল রাজস্ব আদায় কীভাবে সম্ভব। আমি তাদের বলতে চাই আমাদের ট্যাক্স জেনারেশন এই রাজস্ব দেবে।

মন্ত্রী বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচককে দেশ অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যা কোনো প্রতিবেশীর সাথে মিলানো যাবে না। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল এলাকাগুলো, জিডিপি ও রপ্তানিতে আমাদের প্রবৃদ্ধি অসাধারণ। সেই সাথে দেশে বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে।

আমরা ঠিক জায়গায় আছি। প্রত্যাশিত স্বপ্ন অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এম এ মান্নান বলেন, দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ বিরাজ করছে। আমরা যদি সরকারি বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে পারি তাহলে উৎপাদন আরও বাড়বে। সাথে বাড়বে আমাদের কর্মসংস্থান। আর কর্মসংস্থান বাড়লেই আমাদের মাথা পিছু আয় বাড়বে।

আমরা যদি লক্ষ অর্জন করতে সক্ষম হই তাহলে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া সম্ভব। এজন্য সরকারি এবং বেসরকারি সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তা না হলে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমরা ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পন্ন হয়েছি। এখন আমরা খাদ্য রফতানিও করছি। এ অবস্থার জন্য সরকারকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। সরকার যদি তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় তাহলে আরও বেশি খাদ্য রফতানি করতে পারবো। এজন্য কৃষিতে ভর্তুকি আরও বাড়াতে হবে।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, রাজস্ব বাড়াতে হলে করের আওতা বাড়াতে হবে। তা না হলে ব্যবসায়ীদের উপর আরও হয়রানি বাড়বে। প্রতি বছর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়লেও করের আওতা সে অনুপাতে বাড়ছে না। এতে করে ব্যবসায়ীদের উপর নানাভাবে হয়রানি বাড়ছে। যা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

সমকাল
Date: 20-06-2016 Page: 12 Col: 1-5 Size: 35 Col*Inc

# বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোই মূল চ্যালেঞ্জ

সমকাল প্রতিবেদক

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে ৭ শতাংশে উন্নীত হলেও বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা রয়েছে। গত তিন বছরে নতুন কর্মসংস্থানেও চলছে ভাটা। এ অবস্থায় উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে বেসরকারি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোই মূল চ্যালেঞ্জ।

গতকাল রোববার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত বাজেট সংলাপে বক্তারা এমন মতামত দেন। সংলাপে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধরন নিয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এবং সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহামুদ চৌধুরীর মধ্যে বিতর্ক হয়েছে।

রাজধানীর গুলশানে হোটেল লেকশোরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামানের সঞ্চালনায় সংলাপে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান।

সিপিডির বাজেট সংলাপে রোববার পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালসহ অতিথিরা ■ সমকাল

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের চেয়ে জিডিপি-বিনিয়োগ অনুপাত বাংলাদেশের বেশি। ওই সব দেশ যদি নিম্ন বিনিয়োগ করে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন বা উন্নতি করতে পারে, বাংলাদেশও পারবে। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রী এ বক্তব্যে দ্বিমত পোষণ করে এম সাইদুজ্জামান বলেন, নিম্ন মধ্যম আয়ের থেকে ৩০ বছরের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে একমাত্র দক্ষিণ কোরিয়া। উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হতে দেশটি তখন শিল্প খাতে বিপুল বিনিয়োগ করেছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও যথেষ্ট বিনিয়োগ হয়েছে।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রীর কথা শুনে মনে হচ্ছে, ২০৪১ সালের আগে কোনো নির্বাচন হচ্ছে না। ইদানীং অনেকে বলার চেষ্টা করেন, আগে উন্নয়ন, পরে গণতন্ত্র। তাহলে কি আমরা গণতন্ত্র চাই না– প্রশ্ন রাখেন তিনি। তিনি বলেন, তিন বিলিয়ন ডলারের পদ্মা সেতু নয় বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে, এটা নিশ্চিত। যখন তিন বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প নয় বিলিয়ন ডলারে হয়, তাহলে কীভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ আসবে। অথচ গণতন্ত্র বাদ দিয়ে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকায় অনেক টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তি না থাকলে বিনিয়োগ হবে না। যতক্ষণ গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হবে ততক্ষণ বেসরকারি বিনিয়োগ হবে না।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, পুরনো ১০০ বিধিবিধান বাজেট বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করেছে। আবার প্রকল্প পরিচালকরা এডিপি বাস্তবায়নে গতি বাড়ানোর বদলে স্থবিরতা করছে। ৮০ শতাংশ কাজ হয়ে গেলেই বাস্তবায়ন বাদ দিয়ে সময় বাড়িয়ে সংশোধনের জন্য পাঁয়তারা করে মূলত প্রকল্প থেকে সুযোগ-সুবিধা নেওয়ার জন্য।

মূল প্রবন্ধে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নতুন বাজেটে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। গত চার বছরের রাজস্ব ঘাটতি ভেঙে লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে কি-না রাজস্ব বোর্ড। এডিপি পুরনো বৃত্ত ভাঙা সম্ভব হবে কি-না। নতুন ভ্যাট আইন পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না। বাজেট ব্যয় গুণগত মান ধরে রাখার বড় চ্যালেঞ্জও রয়েছে সরকারের।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক বলেন, গত কয়েক বছরে সরকারের সাফল্যের পাল্লা ভারী হলেও এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ না করার মতো ব্যর্থতা রয়েছে। জাপান, কোরিয়ায় গ্যাস না থাকলেও তারা আমদানি করে চাহিদা মেটাচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষক ধানের দাম পাচ্ছেন না। আবার সবজি উৎপাদন করলেও মুনাফা করছেন অন্যরা। সরকারের বেঁধে দেওয়া ধানের মূল্য পাচ্ছেন মিল মালিকরা।

এবিবির সাবেক চেয়ারম্যান এবং মেঘনা ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুরুল আমিন বলেন, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলেও একটা অনিশ্চয়তা এখনও রয়ে গেছে। উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগ কম করছেন।

বিজিএমইএর প্রথম সহসভাপতি ফারুক হাসান বলেন, রাজস্ব নীতি না থাকায় উদ্যোক্তারা ঝুঁকির মুখে পড়ছেন। আগামী বাজেটে হঠাৎ করে রফতানিতে উৎসে কর দশমিক ৬০ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৫০ শতাংশ করা হয়েছে। এতে দেশের সবচেয়ে বড় রফতানি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, বিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা ও সাবেক সাংসদ ফজলুল আজিম।

সকালের খবর
Date: 20-06-2016 Page: 01, Col 6-8 Size: 23 Col*Inc

## বাজেট নিয়ে সিপিডির সংলাপ

# বিনিয়োগ নিয়ে পাল্টাপাল্টি মন্তব্য

# মেগা প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বেসরকারি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানসহ সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আগামী অর্থবছরের অন্যান্য সূচকের সঙ্গে বেসরকারি বিনিয়োগও বাড়বে বলে মনে করছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তবে ব্যক্তি বিনিয়োগকে এখনও চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন জাতীয় সংসদে অর্থ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. আবদুর রাজ্জাক। অন্যদিকে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর মতে, বেসরকারি বিনিয়োগ কমার কারণে সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এ সরকারি বিনিয়োগ এখন প্রশ্নবিদ্ধ। বিনিয়োগের কথা বলে মেগা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে অনেক বেশি ব্যয় দেখিয়ে। এক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন করেন সাবেক এ মন্ত্রী। মানবাধিকার আর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

গতকাল বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) আয়োজিত প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে সংলাপে এমনই পাল্টাপাল্টি মতামত উঠে এসেছে। রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এ সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম সাইদুজ্জামানের সঞ্চালনায় সংলাপে পরিকল্পনামন্ত্রী ছিলেন

এরপর পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৩ ● ছবি : পৃষ্ঠা ৬

## বিনিয়োগ নিয়ে পাল্টাপাল্টি মন্তব্য মেগা প্রকল্পের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি। বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক। পরিকল্পনামন্ত্রী গত সাত বছরে দেশের অগ্রগতির বিভিন্ন সূচকের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে বলেন, মাত্র এক দশক আগেও আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে এর আকার বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ১০ হাজার কোটি টাকা অতিক্রম করেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অগ্রগতির সব ধরনের উপাদান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৬ ভাগ কর্মক্ষম জনসংখ্যা রয়েছে। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়, ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পরিকল্পনামন্ত্রীর এই কথার অর্থ হল—২০৪১ সালের আগে দেশে আর কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিনিয়োগ আসাটা কঠিন হয়ে গেছে। মানবাধিকার আর জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে দেশে বিনিয়োগ বাড়বে না। বেসরকারি বিনিয়োগ কমছে অন্যদিকে বাড়ছে সরকারি বিনিয়োগ। ২০১১ সালে ৫ হাজার ৯২১ মিলিয়ন ডলার (৫৯২ কোটি ডলার), ২০১২ সালে ৭ হাজার ২২৫ মিলিয়ন ডলার এবং ২০১৩ সালে ৯ হাজার ৬৬৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ বাইরে চলে গেছে। ব্যাপক হারে সরকারি বিনিয়োগ কেন বাড়ছে। এই সরকারি বিনিয়োগ প্রশ্নবিদ্ধ। একে প্রকৃত উন্নয়ন বা টেকসই উন্নয়ন বলা যাবে না।

তিনি বলেন, চার লেনের সড়ক তৈরিতে প্রতি কিলোমিটারে চীনে ব্যয় হয় ১৩ কোটি টাকা, ভারতে ১১ কোটি টাকা, বাংলাদেশে এ ব্যয় ৫৪ কোটি টাকা। বাইরের দেশে উড়াল সড়ক নির্মাণে ব্যয় হয় ২৫ কোটি, ৩০ কোটি কিংবা ৪০ কোটি টাকা। আর আমাদের এখানে এ ব্যয় ৯০ কোটি টাকা। একইভাবে দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্বব্যাংকের ঋণ বাতিল হওয়া পদ্মা সেতুর ব্যয় ছিল তিন বিলিয়ন ডলার। এখন এ ব্যয় ৬. ৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এ ব্যয় শেষ পর্যন্ত ৯ বিলিয়ন ডলারে ঠেকবে। গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন এমনই হয়।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, এখন অনেকেই বলছেন, গণতন্ত্র ছাড়া উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, উন্নয়ন টেকসই হচ্ছে কি না? বাজেট টেকসই হচ্ছে কি না। বাংলাদেশের ৬ বা ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি আর আমেরিকার প্রবৃদ্ধি এক নয়। এখনও আমাদের অর্থনীতির অবস্থা দুর্বল। বিএনপির আমলে বেসরকারি খাত, আর্থিক খাত এবং রাজস্ব খাতে যে সংস্কার কার্যক্রম নেওয়া হয়েছিল তাতে সত্যিকারের উন্নয়ন হলে প্রবৃদ্ধি এখন দুই অঙ্কের ঘরে থাকা দরকার ছিল।

আমীর খসরু চৌধুরীর মতে, সরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ হচ্ছে না—এমন মন্তব্যের জবাবে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নান বলেন, আমাদের মতো রাষ্ট্র যারা উন্নতি করছে তারা এভাবেই করেছে। আমাদের অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টার বক্তব্যের বিষয়ে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, বিএনপি কোনো দলই নয়। তারা বিরোধী দলে নেই। সরকারি কাজে তাদের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি বলেন, যেহেতু দেশে জ্বালানি, বন্দর নির্মাণসহ মেগা প্রকল্পে বেসরকারি খাত বিনিয়োগ করে না, তাই সরকার এসব খাতে বিনিয়োগ করে। আর চীনে জমির মালিক সরকার হওয়ার কারণে সেখানে প্রকল্প ব্যয়ও অনেক কম।

আবদুর রাজ্জাক বলেন, প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আগামী অর্থবছরের বিনিয়োগ চ্যালেঞ্জ হবে। বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে। অবকাঠামো জ্বালানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ পরিবহন বিনিয়োগের জন্য বাধা। এছাড়া সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের জন্য প্রতিবন্ধক হল সুদের হার।

তিনি বলেন, পাইপলাইনে বৈদেশিক সহায়তা আটকে থাকার জন্য আমাদের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সক্ষমতার অভাবকে দায়ী করা হয়। কিন্তু দাতাদের মধ্যেও ব্যাপক হারে আমলাতন্ত্র রয়েছে। এ কারণেও পাইপলাইনে দাতাদের অর্থ আটকে যায়। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত সড়ককে চার লেনে সম্প্রসারণে সহায়তা করতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সঙ্গে সাত, আট বছর ধরে আলোচনা চালিয়ে যেতে হয়েছে।

সংলাপে বাজেট বাস্তবায়নে পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করেছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সংসদীয় কমিটিকে আরও সম্পৃক্ত করা, প্রতি প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়নে তদারকিসহ ফলভিত্তিক বাজেট মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলনের আহ্বান জানিয়েছে সিপিডি।

সংলাপে মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে গণস্বাস্থ্য নগরকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ড. জাফরুল্লাহ অভিযোগ করেন, ব্যবসায়ীরা ভুল তথ্য দিয়ে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে তারাই অর্থ পাচার করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে নির্বাচন কমিশন ও সুপ্রিমকোর্টের জন্য বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করার আহ্বান জানান তিনি।

বিজিএমইএ'র সহ-সভাপতি ফারুখ হোসেন বলেন, সরকার প্রতিবছরই কর কাঠামোতে পরিবর্তন করছে। ফলে বিনিয়োগকারীদের মাঝে ভুল বার্তা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল বলেন, ব্যাংকবহির্ভূত খাত থেকে সরকার যে ঋণ করছে তার প্রভাব ব্যাংকিং খাতের ওপরও এসে পড়ছে। এসব খাত থেকে বাজেটে ঋণ নেওয়ার হার কমাতে হবে। মেঘনা ব্যাংকের সিইও নুরুল আমীন বলেন, বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণ গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ দেশের ব্যাংকগুলোতেই উদ্বৃত্ত তারল্য রয়েছে। সুদের হারও কমে এসেছে।

এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান মো. আবদুল মজিদ বলেন, নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা দুটি পৃথক করতে হবে। বিশেষ করে রাজস্ব আদায়ে এনবিআরের জন্য এটি জরুরি। বাজেট প্রস্তাবের পরপরই সম্পূরক বাজেট পাস করা হয়। এটি নিয়ে জাতীয় সংসদে আরও আলোচনা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

সকালের খবর

Date: 20-06-2016 Page: 06, Col 5-8 Size: 12 Col*Inc

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) চলতি অর্থবছরের বাজেট ডায়লগ আয়োজন করে। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত এ সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডি নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সিপিডির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম সাইদুজ্জামানের সঞ্চালনায় সংলাপে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ছিলেন প্রধান অতিথি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

দেশের কল্যাণে প্রতিদিন
ভোরের পাতা
Date:20-06-2016 Page: 01, Col 3-4 Size:08 Col*Inc

# অবিশ্বাস্য গতিতে এগুচ্ছে অর্থনীতির সব সূচক

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। সে সঙ্গে দেশে বিনিয়োগ হচ্ছে এবং কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যা কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে মেলানো যাবেনা। গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত এক বাজেট সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের ▶▶ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

## অবিশ্বাস্য গতিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) উপদেষ্টা আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ড. মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতির মূল এলাকাগুলো, জিডিপি ও রফতানিতে আমাদের প্রবৃদ্ধি অসাধারণ। আমরা ঠিক জায়গায় আছি, আমাদের প্রত্যাশিত স্বপ্ন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবো।

তিনি বলেন, এবারের বাজেটের মূল বিষয় হলো মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাজেটে ৭ দশমিক ২০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। আমরা আশা করছি এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভবহবে। বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বড় হলেও অর্জন করা সম্ভব উল্লেখ করে মুস্তফা কামাল বলেন, গত বছর রাজস্ব আদায়ে আমরা ২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। তাই এবারও বাজেটে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, অনেকে বলছেন এত বড় বাজেটের এই বিশাল রাজস্ব আদায় কীভাবে সম্ভব। আমি তাদের বলতে চাই- আমাদের ট্যাক্স জেনারেশন এই রাজস্ব দেবে।